1289

LIBRARY
No. 1/176
Shri Shri Ma ... Ashram
BANARAS.

LIBRARY
No. 1.1.76
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Rs. 5/- app.

প্রস্তাবনা।

মনুষ্য সমাজে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন বহির্জগতের উন্নতি লক্ষিত হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যসমাজ যখন যে পরিমাণে শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে, সে মনুষ্যসমাজ তখন সেই পরিমাণে বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। পদার্থবিজ্ঞান কখনও সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার না করিলেও তাহার উন্নতির পরিমাণ অনুসারেই মনুষ্যসমাজে বহির্জগতের উন্নতির পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অন্তর রাজ্যের জন্য দর্শন শাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বন; স্থূলরাজ্যের অতীত, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সূক্ষ্মরাজ্যের অনন্ত পারাবারের পক্ষে দর্শন শাস্ত্রই ধ্রুবতারা স্বরূপ। সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশাভিলাষী সাধক কেবল দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যেই অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেমন স্থূল নেত্রবিহীন ব্যক্তি স্থূল জগতের কিছুই দেখিতে পান না, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সূক্ষ্ম জগতের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন না। অতএব ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যে শাস্ত্র সূক্ষ্ম জগতের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যখন যে মনুষ্যজাতি আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমাজে যে প্রকার দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিরই মধ্যে সেরূপ উন্নতি হয় নাই। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ যোগবলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। পূজ্যপাদ

মহর্ষিগণ প্রথমে তপ ও যোগের সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তৎপরে জগতের কল্যাণার্থ সূত্র রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে অন্তর রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পরে জিজ্ঞাসুগণের নিমিত্ত তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতির মধ্যে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাঁহারা দূর হইতে অন্তর্রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাহার প্রকৃত তথ্য অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত জাতি বহির্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যেমন সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ তাহা না করিয়া, প্রথমতঃ অন্তর্জগতের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়া সাধারণের কল্যাণার্থ তাহা বহির্জগতে প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এইজন্যই বৈদিক দর্শনশাস্ত্র সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতির দর্শনশাস্ত্র তাহা না হইয়া বৈচিত্র্যময় ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

সৃষ্টি তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্রই তিন তিন ভাগ বিদ্যমান, যথা—বাত, পিত্ত ও কফ রূপী শরীর রক্ষার ত্রিবিধ শক্তি; মনুষ্যের ত্রিবিধ প্রকৃতি, ত্রিবিধ কর্ম্ম ইত্যাদি। এইরূপ সাত প্রকার ভাবের অবলম্বনে সৃষ্টি রাজ্যের সপ্তধাতু, সপ্তবর্ণ, সপ্ত দিবস, সপ্ত উর্দ্ধলোক, সপ্ত অধোলোক, সপ্তরত্ন, সপ্ত অজ্ঞানভূমি, সপ্ত জ্ঞানভূমি ইত্যাদি সপ্তবিধ বিভাগ সকল স্থানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ সপ্ত জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমে পরমপদ লাভ করিবার জন্য যে বৈদিক দর্শন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাও ঐ সপ্ত জ্ঞানভূমি অনুসারেই সপ্ত ভাগে বিভক্ত। এই সপ্ত দর্শনের, দুইটি "পদার্থবাদ" দর্শন, দুইটি "সাংখ্য প্রবচন" দর্শন এবং তিনটি "মীমাংসা" দর্শন। আধুনিক পুস্তকে যে, ষড়্দর্শন নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল জৈন ও বৌদ্ধদিগের অনুকরণে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ উহাদের দর্শনশাস্ত্র ষড়দর্শন নামে অভিহিত ছিল বলিয়া নাস্তিক ষড়দর্শনের অনুকরণে বৈদিক ষড়দর্শন নাম প্রচারিত হইয়াছিল। কোন আর্ষ গ্রন্থেই ষড়দর্শন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বহুশতাব্দী হইতে মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায়, মধ্যমীমাংসা দর্শনের একখানিও সিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। এই সকল কারণেই ক্রমে

অজ্ঞানমূলক ষড়দর্শন শব্দ আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক ন্যায় এবং বৈশেষিক এই দুই পদার্থবাদ দর্শন, যোগ ও সাংখ্য এই দুই সাংখ্য প্রবচন দর্শন এবং বেদোক্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয় অনুসারে কর্ম্মমীমাংসা, দৈবীমীমাংসা (ভক্তি মীমাংসা) এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা এই তিন মীমাংসা-দর্শন ; এইরূপে সপ্তদর্শন স্বতঃসিদ্ধ।

দর্শন গ্রন্থের অভাব ও দার্শনিক শিক্ষার লোপ হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস, পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা, সদাচার বর্জ্জন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আদেশের উপহাস, বেদ এবং পুরাণে অশ্রদ্ধা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অলৌকিক অন্তর রাজ্যে অবিশ্বাস, পরলোকে ভয়শূন্যতা, দেবদেবী এবং ঋষি পিত্রাদির অস্তিত্বে সন্দেহ, কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা, সাধু ব্রাহ্মণে অভক্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উপেক্ষা, জগৎ পবিত্রকর আর্য্য নারীদিগের ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্তি, জপ ধ্যানাদি সাধনমার্গে অরুচি প্রভৃতি আর্য্যত্ব ভ্রংশকর প্রবল দোষ যে কেবল বৈদিক দর্শন শিক্ষার অভাব হেতুই হইয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ন্যায়দর্শন শিক্ষা এখন সম্পূর্ণ রূপে হয় না। পূর্ব্বের প্রাচীন ন্যায়ের প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি এখন আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রাচীন ন্যায়ের পরিবর্ত্তে নব্য ন্যায়েরই অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক দর্শনের উপযোগী আর্ষ ভাষ্যের অভাব হওয়ায় উহার চর্চ্চা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

যোগদর্শন প্রথমতঃ কঠিন শাস্ত্র। উহার সহিত অন্তর্জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, উহার যথার্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ যোগদর্শনের আচার্য্যের প্রকৃত যোগী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু এক্ষণে সেইরূপ প্রকৃত যোগীর অভাবেই ইহার প্রকৃত শিক্ষার অভাব হইয়া উঠিয়াছে।

সাংখ্য দর্শনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এখন কেহ উহাকে আধুনিক দর্শন বলিতেছেন, কেহ উহাকে প্রক্ষিপ্ত বিষয় পূর্ণ বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন এবং কেহ বা নাস্তিক দর্শন বলিয়া উহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কয়েক সহস্র বৎসর হইতে উহার আর্ষ ভাষ্যের অপ্রাপ্তি এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ভাষ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্য প্রণীত বলিয়াই এইরূপ

বিশৃঙ্খলতার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু যে জৈনাচার্য্য বা বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি যে ভাবে সাংখ্যদর্শনকে স্বীয় ভাষ্য দ্বারা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কারণ, তিনি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বৈদিকী হিংসার নিন্দা এবং লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন করত ঈশ্বরের সিদ্ধি সম্বন্ধে অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন, শাস্ত্রোক্ত দেবতাদির খণ্ডন, আদি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে নিরপেক্ষ দার্শনিক ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী অন্য কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। এপর্য্যন্ত সাংখ্য দর্শনের উপর যে সকল টীকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের প্রণেতাগণ জৈনাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতানুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন।

দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত প্রচার করিতে হইলে প্রাচীন ন্যায় দর্শনের বহুল প্রচার এবং ঋষিগণের অভিপ্রায়ানুরূপ ভাষ্য সহ বৈশেষিক দর্শনের প্রচার বিশেষ আবশ্যক। ভগবান ব্যাসকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া যোগী মহাপুরুষগণের দ্বারা বিস্তৃত ভাষ্য সহ যোগ দর্শন প্রণীত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য সূত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতিক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সাহায্যে প্রণীত হইয়া প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

তিনটি মীমাংসা দর্শনের মধ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনী কৃত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন অতি বৃহৎ হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ ও এক দেশী। জৈমিনী দর্শনে কেবল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কর্ম্ম বিজ্ঞানের সাধারণ রহস্য কিছুই নাই। জৈমিনী দর্শনে যদিও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ঐ দর্শন শাস্ত্রদ্বারা এখন আর আমাদের বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধনের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম কি, সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মে প্রভেদ কি, বর্ণধর্ম্ম কি, আশ্রমধর্ম্ম কি, পুরুষধর্ম্ম কি, নারীধর্ম্ম কি, জন্মান্তর বাদের বিজ্ঞান কি, পরলোকেগতি কি প্রকারে হইয়া থাকে, সংসারের রহস্য কি, ষোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি, সংস্কার শুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া ক্রিয়া শুদ্ধি হয়, উদ্ভিজ্জাদি হইতে মনুষ্য যোনিতে

কি করিয়া জীব ক্রমশঃ প্রবেশ করে, মনুষ্য আবার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কিরূপে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মের ভেদ কত প্রকার, ক্রিয়াশুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য কি প্রকারে মুক্ত হয় ইত্যাদি কর্ম্মমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়। এরূপ মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বহুকাল হইতে লুপ্ত অবস্থায় ছিল। সংপ্রতি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণের যত্নে একখানি বিস্তৃত সূত্রগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং উহার ভাষ্যও সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হইতেছে। কর্ম্ম মীমাংসা যদিও লুপ্ত হইয়াছিল, তথাপি উহার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু দৈবীমীমাংসার (অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা বা ভক্তিমীমাংসা) কোন গ্রন্থই পাওয়া যাইত না। এক্ষণে উহারও একখানি সিদ্ধান্ত সূত্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং উহার সংস্কৃত ভাষ্য প্রণীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি কাহাকে বলে, ভক্তিভেদ কয় প্রকার, উপাসনা দ্বারা মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব, ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ কি, ভগবানের ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও বিরাট এই তিন রূপের ভেদ কি, ভক্তির প্রধান প্রধান আচার্য্য ঋষিগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের মত কি, সৃষ্টির বিস্তৃত রহস্য কি, অধ্যাত্ম সৃষ্টি কি, অধিদৈব সৃষ্টি কি, অধিভূত সৃষ্টি কি, ঋষি কাহাকে বলে, দেবদেবী কাহাকে বলে, পিতৃ কাহাকে বলে, উহাদের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, অবতার কিরূপে হইয়া থাকে, অবতার কয় প্রকার, ভক্তিদ্বারা মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, চারি প্রকার যোগের লক্ষণ এবং উপাসনার ভেদ কত প্রকার, উপাসনা এবং ভক্তির আশ্রয়ে সাধক কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন, কর্ম্ম মীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি, দৈবীমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি এবং ব্রহ্মমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি ইত্যাদি বিষয় এই দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র লুপ্ত হওয়ায় আর্য্যজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, এবং ইহার অপ্রকাশ হেতুই উপাসক সম্প্রদায়ের এত দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্রের লোপ হওয়ায় যোগ এবং উপাসনা এই উভয়ের একতা সাধন সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানিগণকেও বিমোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। সপ্তম জ্ঞান ভূমির অন্তিম দর্শন ব্রহ্মমীমাংসা, ইহাকেই বেদান্ত বলে। উহার অতি উত্তম ভাষ্য, শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত পাওয়া যায়। কিন্তু এতদিন দৈবীমীমাংসাদর্শন লুপ্ত অবস্থায় থাকায় ও উপাসক সম্প্রদায়েরা অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করায়, বেদান্ত বিচারের অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। এই মধ্যমীমাংসা মধ্যযুগে বিলুপ্ত

না হইলে দ্বৈত এবং অদ্বৈত বাদের বিরোধ কদাপি সংঘটিত হইত না। ন্যায়-দর্শনের যে আর্ষ ভাষ্য পাওয়া যায়, উহা অতীব বিস্তৃত। বৈশেষিক দর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হইতেছে। যোগদর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য পূর্ব্বোল্লিখিত মতে প্রণীত হইয়াছে এবং উহার কিয়দংশ "বিদ্যারত্নাকর" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের মতানুযায়ী প্রণীত হইয়াছে এবং উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ভাষ্য পাঠ করিয়া এখনকার শিক্ষিত মণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছেন, এবং সাংখ্য দর্শন যে, আস্তিক দর্শন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন সভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। দৈবীমীমাংসা দর্শন অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা দর্শন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং উহার তিনপাদ সংস্কৃত ভাষায় উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় ভাষ্যও প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন আর্য্যগণের মত যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া এবং অন্যান্য নিম্ন জ্ঞান ভূমির অধিকার সকল ঐ সমস্ত দর্শনোক্ত জ্ঞান ভূমির যথাযথ বিজ্ঞানানুসারে প্রতিপাদিত করিয়া এই বেদান্ত ভাষ্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে চেষ্টা করা হইবে। এই সপ্তবিধ দর্শন শাস্ত্রের যথাযথ প্রচার ও যথাবিধি শিক্ষা দিবার জন্য এই সাতখানি দর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য প্রণয়নের কার্য্য বহুল পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকদিগের জন্য ঐ সকল দর্শন গ্রন্থ সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।

আমাদের সুহৃদ্‌গণের মধ্যে অনেকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, জ্ঞান ভূমির ক্রম অনুসারে ন্যায় ও বৈশেষিকাদি দর্শন প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম, যখন ইতিপূর্ব্বেই ঐ দর্শনগুলি কতক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে, তখন ঐ গুলির বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রচার আবশ্যক হইলেও প্রথমেই ঐ গুলি প্রকাশ করিলে পাঠকগণের তাদৃশ চিত্তবিনোদন হইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ দৈবীমীমাংসাদি দর্শন গ্রন্থের প্রচার যখন একেবারেই ছিল না, তখন ঐ গুলি প্রথমে প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় পাঠকদিগের আনন্দ, উৎসাহ এবং অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ বৈদিক দর্শনশাস্ত্র প্রচারের কার্য্যে আমরা যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রথমেই

ভগবদ্ভক্তি প্রকাশক দৈবীমীমংসা-দর্শনের প্রকাশ যে অতীব কল্যাণকর তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপরি উক্ত সাতখানি বৈদিক দর্শন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যোগের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ (Practical) সম্বন্ধীয় পাঁচখানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। উপাসনার মূল ভিত্তিরূপী যোগের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চারিভাগে বিভক্ত; যথা মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজ-যোগ। এই চারি প্রণালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঙ্গ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধ্যান, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার নির্ণীত আছে। নাম এবং রূপের অবলম্বনে যে সাধন প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে, তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রযোগ ষোল অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে স্থূল ধ্যান বলে।

স্থূল শরীরের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী, তাহাকে হঠযোগ বলে। হঠযোগ সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত এবং হঠযোগের ধ্যান জ্যোতির্ধ্যান নামে অভিহিত।

লয়যোগ আরও অধিক উন্নত অবস্থার সাধন। জগৎ-প্রসূতিকুল-কুণ্ডলিনী শক্তি, যিনি সকল শরীরেই বিদ্যমান আছেন, সেই শক্তিকে গুরু উপদেশানুসারে জাগ্রত করিয়া সহস্রারে লয় করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী তাহাকে লয়যোগ বলে। লয়যোগ নয় অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানের নাম বিন্দুধ্যান।

যোগ প্রণালী সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগপ্রণালীর নাম রাজযোগ। উল্লি-খিত ত্রিবিধ সাধককে উন্নত অবস্থায় রাজযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কেবল বিচার শক্তিদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী, তাহাকে রাজ-যোগ বলে। রাজযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যান ব্রহ্মধ্যান নামে অভিহিত। উপরি উক্ত তিনটি যোগ প্রণালীর সমাধিকে সবিকল্প বলে, কিন্তু রাজযোগের সমাধিই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

উপরি উক্ত চারি প্রকার যোগ প্রণালীর অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহ, বেদ, আর্ষ সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্রাদির অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকারানুসারে ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে যথাক্রমে কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে গুরু এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের অধিকার উন্নত ছিল বলিয়া ঐরূপ সাধন বিভাগের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে ঐ চারিটি সাধন প্রণালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রন্থ না পাওয়ায় যোগী এবং উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রযোগ সংহিতা, হঠযোগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা ও রাজযোগ সংহিতা এই চারিখানি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ পাইয়াছি। উহাতে প্রত্যেক সাধন প্রণালী বিস্তৃত ও সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। এই চারিখানি গ্রন্থ ব্যতীত, গুরুগণ ইহাদের অবলম্বনে শিষ্যগণকে কিরূপে শিক্ষা দিবেন, তদ্বিষয়ে "যোগ-প্রবেশিকা" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পাঁচ খানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিব। উপরি উক্ত সাতখানি দর্শন গ্রন্থ ও এই পাঁচখানি যোগগ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় দার্শনিক জগতের উন্নতি বিষয়ে যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

৩/৫৭

দৈবীমীমাংসাদর্শন।

ভূমিকা।

যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার, একও বিভু; যিনি চেতন ও জড়; পুরুষ ও শক্তি; যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ; যিনি এক হইয়াও কারণ হইতে কার্য্যব্রহ্ম পর্য্যন্ত বহুভাবে প্রতীয়মান, যিনি জগতের কল্যাণকামনায় আদ্য, অদ্বিতীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া নানা শরীরে, রূপে বিবর্ত্তিত, সেই রসের সাগর, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ভক্তিভরে বারংবার প্রণাম করিতেছি। যিনি রসরূপ হইয়া রসভাবপরিপ্লুত ও ভক্তিযুক্ত মুমুক্ষুগণকে নিরন্তর পরমানন্দ সাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত করিতে করিতে পরিশেষে স্ব-স্বরূপ করিয়া দেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতেছি। ত্রিকালদর্শী, পরম-করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ ও মানবের আদিগুরু মহর্ষি অঙ্গিরা,—যাঁহার করুণা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও জীবগণ দেবদুর্ল্লভ নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহারই শ্রীপদারবিন্দ ধ্যান করত তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক যথা-শক্তি এই ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি*।

---

* "যো নিত্যো নির্ব্বিকারঃ প্রকৃতিরপি পুমান্ নির্গুণঃ সদ্‌গুণশ্চ
ভাত্যেকোঽনেকরূপো বিবিধতনুতয়া কারণাৎ কার্য্যতশ্চ।
আনন্দাব্ধো রসাত্মা নিরবধি রসিকান্ ভক্তিযুক্তান্ মুমুক্ষূন্
মগ্নীকুর্য্যাত্তমীশংশ্রয় ইহ পরমং ভক্তিভাবৈকগম্যম্॥

"আত্মেত্যেবোপাসীত," "তদাত্মানমেবাবেৎ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা করা উচিত, আত্মাকেই জ্ঞাত হওয়া উচিত, কেননা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়, এই সকল শ্রুতিবচনসমূহের চরিতার্থতা-সম্পাদনার্থ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত বৈদিক সপ্তদর্শনবিজ্ঞান অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশকারী মুমুক্ষুগণের দিব্য নেত্র স্বরূপ।

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশাল সংসারে প্রথমতঃ জীব উচ্চ নিম্ন অগণিত উদ্ভিজ্জপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরে স্বেদজের অগণিত পিণ্ডে ভ্রমণ করে। তদনন্তর প্রকৃতি মাতার অপার অনুগ্রহে ক্রমোন্নতি লাভ করত অণ্ডজের অনন্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীব ক্রমশঃ জরায়ুজ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য শরীর লাভ করিয়াও জীব জন্মমরণরূপী কঠোর দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেনা। অধিকন্তু বাসনাজালে বিজড়িত হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার-প্রবাহে স্থায়ীরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। কেবল উপাসনাদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই জীব পরমানন্দরূপ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিসমূহের চরিতার্থতা। ভগবৎ-সান্নিধ্যপ্রাপ্তির উপায় বিশেষের নামই উপাসনা। ভক্তিবিজ্ঞান অনুসারে সাধন, ধারণা এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা ক্রমশঃ পরমাত্মার সান্নিধ্য-

"সতন্ত্রিকালজ্ঞগুরোঃ কৃপাকণং
ভক্তা অবাপ্যাঙ্গিরসঃ কৃতার্থতাম্।
ভেজুর্মুহুস্তৎপদপঙ্কজং স্মরন্
বিধাস্যতে ভাষ্যমিদং যথামতি॥

লাভ হয় এবং চরমে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। শ্রীগীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! হে অর্জ্জুন! সুকৃতী ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। তবে সুকৃতের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা চতুর্ব্বিধ, যথা—আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদিজনিত দুঃখে পীড়িত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে ভোগসাধনভূত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছুক এবং জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবান্। এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতেই ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কেননা আমি জ্ঞানী ভক্তের অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়। (জ্ঞানীদিগের দেহাদিতে অহংবুদ্ধির অভাব বশতঃ তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ হয়না; এজন্য তাঁহারাই নিত্যযুক্ত এবং অনন্যভক্তি হইতে পারেন। অন্যে পারেনা) এই চারি প্রকার ভক্তই মহান্, কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ; যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি-স্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ভক্তগণ বহুজন্মের পরে জ্ঞানবান্ হইয়া "বাসুদেবই এই জগৎ" সর্ব্বত্র এইরূপ আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে পরিজ্ঞাত হন, তাদৃশ মহাত্মা দুর্ল্লভ"*। কর্ম্মকাণ্ডের সহায়তায় আধিভৌতিক শুদ্ধিলাভ করিয়া উপাসনা কাণ্ড দ্বারা আধিদৈবিক

* "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শুদ্ধিলাভানন্তর জ্ঞানী ভক্ত পরমাত্মাকে "ব্রহ্মই জগৎ" এই ভাবে দর্শন করিয়া উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপৌরুষেয় বেদের উপাসনা কাণ্ডের পুষ্টির জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি অঙ্গিরা দ্বারা এই দর্শন বিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপরে মহর্ষি শাণ্ডিল্য এবং ভগবান শেষ আদি দ্বারাও এই দর্শনবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য যখন অন্তর্রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন দার্শনিক নেত্রের সহায়তা ব্যতীত কদাপি তিনি গম্য-স্থানে যাইতে সমর্থ হন না। বেদ অভ্রান্ত; এইজন্য বৈদিক বিজ্ঞানও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সুন্দর এবং নির্দ্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত। সপ্তজ্ঞানভূমি অনুসারে বৈদিক দর্শনও সাতটী। এই সাতটী জ্ঞানভূমির নাম ও লক্ষণ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম জ্ঞানভূমির নাম জ্ঞানদা, দ্বিতীয় জ্ঞানভূমির নাম সন্ন্যাসদা, তৃতীয় যোগদা, চতুর্থ লীলোন্মুক্তি, পঞ্চম সত্যদা, ষষ্ঠ আনন্দপদা ও সপ্তম পরাৎপরা। আমি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা প্রথম ভূমির অনুভব; পরিত্যজ্য পদার্থ সমূহকে ত্যাগ করিয়াছি, ইহা দ্বিতীয় ভূমির অনুভব; প্রাপ্য-শক্তি-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা তৃতীয় ভূমির অনুভব; এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ মায়ারই লীলা-বিলাস-মাত্র, ইহাতে আমার

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

কোনই অভিলাষ নাই, ইহা চতুর্থ ভূমির অনুভব, এই জগতই ব্রহ্ম, ইহা পঞ্চম ভূমির অনুভব ; ব্রহ্মই জগৎ ইহা ষষ্ঠ ভূমির অনুভব এবং আমি অদ্বিতীয় নিরাকার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, ইহা সপ্তম জ্ঞান ভূমির অনুভব। এই সপ্তম জ্ঞান ভূমি প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মস্বরূপ অধিগত হয়।*

নিখিল শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রধান সকল শাস্ত্রই চতুর্ব্যূহদ্বারা সুরক্ষিত ; উপাসনা কাণ্ডের মীমাংসারূপী এই দৈবীমীমাংসা দর্শনও উল্লিখিত নিয়মানুসারে চতুর্ব্যূহদ্বারা সুরক্ষিত ; যথা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্বরূপ, এই তিনের হেতু, মুক্তি এবং মুক্তির উপায়। দৈবীমীমাংসাদর্শন অনুসারে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্যূহের আশ্রয় দ্বারাই মুমুক্ষুগণ ভব-

---

* জ্ঞানদা জ্ঞানভূমের্হি প্রথমা ভূমিকা মতা।
সন্ন্যাসদা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া যোগদা ভবেৎ॥
লীলোন্মুক্তিশ্চতুর্থী বৈ পঞ্চমী সত্যদা স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যানন্দপদা জ্ঞেয়া সপ্তমী চ পরাৎপরা॥
যৎ কিঞ্চিদাসীজ্ জ্ঞাতব্যং জ্ঞাতং সর্ব্বং ময়েতি ধীঃ।
প্রথমো ভূমিকায়াশ্চানুভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যাজ্যং ত্যক্তং ময়েত্যেবং দ্বিতীয়োনুভবো মতঃ।
প্রাপ্যা শক্তির্ময়া লব্ধাহনুভবো হি তৃতীয়কঃ॥
মায়াবিলসিতং চৈতদ্দৃশ্যতে সর্ব্বমেব হি।
ন তত্র মেহভিলাষোহস্তি চতুর্থোহনুভবো মতঃ॥
জগদ্ ব্রহ্মেতানুভবঃ পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ব্রহ্মএব জগৎ ষষ্ঠোহনুভবঃ কিল কথ্যতে॥
অদ্বিতীয়ং নির্ব্বিকারং সচ্চিদানন্দরূপকম্।
ব্রহ্মাহমস্মীতি মতিঃ সপ্তমোনুভবো মতঃ।
ইমাং ভূমিং প্রপদ্যৈব ব্রহ্মসারূপ্যমাপ্যতে॥

পারাবার-পারংগত হইতে পারেন। পদার্থবাদী ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যেমন পদার্থ জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন, যোগদর্শনও যেমন একতত্ত্ব-প্রাপ্তি-পুরঃসর ক্রমশঃ সমাধিদ্বারা নির্ব্বাণ পথ প্রদর্শন করেন, সাঙ্খ্য-দর্শন যে প্রকার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া মুক্তির জন্য সাঙ্খ্য বিজ্ঞানের বিধান করিয়া থাকেন ও কর্ম্মমীমাংসাদর্শন যেমন সংস্কারশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধি দ্বারা মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে উপদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ ভক্তিশাস্ত্র দৈবীমীমাংসাদর্শনও ভগবদ্ ভক্তির সহায়তায় ত্রিবিধ শুদ্ধি সম্পাদন করত মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন।

অন্তর্রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া যোগদর্শন যেমন নির্ব্বিরোধী ও সর্ব্বহিতকর সেইরূপ দৈবী-মীমাংসাও কর্ম্মকাণ্ডের এবং জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় অবিরুদ্ধ ও সর্ব্বহিতকর। কোন দর্শন স্বীয় জ্ঞান ভূমির অনুরোধে অন্য দর্শনমতের খণ্ডন করিলেও যদিচ তাহা বিশেষ হানিজনক নহে, তথাপি দৈবীমীমাংসাদর্শনের সর্ব্বা-বিরোধিতারূপ বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। সমতল ভূমিতে পর্য্যটনশীল পথিক যদি সহচারীর পার্ব্বত্য-পথ-ভ্রমণের ক্রিয়া-কুশলতার নিন্দা করিয়া সমতল ভূমির ভ্রমণকৌশলের প্রশংসা করেন এবং এইরূপে পার্ব্বত্য-মার্গ-বিচরণশীল পথিক যদি স্বীয় ভ্রমণ-কুশলতার প্রশংসা করত সমতল ভূমিতে ভ্রমণশীল ব্যক্তির ভ্রমণ-কৌশলের নিন্দা করে, সেইস্থলে কাহারও কোন হানি হইতে পারেনা। অধিকন্তু উহা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে উপকারকই হইয়া থাকে। সেইরূপ

যদি এক দর্শন-বিজ্ঞান দর্শনান্তর-বিজ্ঞানের কোন অংশ-বিশেষের উপর দোষারোপ করে, এমন কি বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত খণ্ডিত করে, তথাপি তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান-ভূমি-প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞান বলা হইতেছে, ঐ বিজ্ঞানেরই দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি এ দর্শনে ঐরূপ কোন খণ্ডন-মণ্ডন প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং এই দর্শন শাস্ত্রের সার্ব্বভৌম দৃষ্টি অবশ্যই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মা আদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি, মহর্ষি পর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্র-সমূহের স্মারক মাত্র, উহাদের প্রণেতা নহেন।* পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নিত্যস্থিত-জ্ঞান-রাজ্য হইতে অভ্রান্ত বৈদিক শাস্ত্র সমূহের আবিষ্কার করিয়া থাকেন মাত্র। চক্রায়মাণ কালের তীব্র নিষ্পেষণে কোন কোন শাস্ত্রের আবির্ভাব ও কোন কোন শাস্ত্রের তিরোভাব হইয়া থাকে। আবার কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কয়েকজন ঋষিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃতও হয়।

মহর্ষি জৈমিনি, মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রভৃতি দ্বারা আবিষ্কৃত কর্ম্মমীমাংসাদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যেমন বিচিত্র, বিশাল অথচ দুরূহ কর্ম্মরহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, সেইরূপ ভক্তি-শাস্ত্র দৈবীমীমাংসাদর্শনের বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, যে কোন সম্প্রদায়ের উপাসক হউন না কেন, তিনি স্বীয় অধিকার অনুসারে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধিকন্তু স্বাধিকার প্রাপ্তি পক্ষে ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষাদগ্রস্ত

* "ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ"।

হইয়া পড়েন। দৈবীমীমাংসাদর্শনের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া সাম্প্রদায়িক উপাসকগণ পথভ্রষ্ট হওয়ায় কখনও কর্ম্মমার্গে যাইয়া অধিকারবিরুদ্ধ আচরণ করেন, আবার কখনও জ্ঞানমার্গে গমনপূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। পক্ষান্তরে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে স্বহস্তেই কণ্টক রোপণ করেন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তখন তাঁহারা "ইতো ভ্রষ্টাস্ততো নষ্টাঃ" হন। অতএব কর্ম্মমীমাংসা যেমন সকল শাখা এবং সম্প্রদায়েরই কল্পসূত্র ও স্মার্ত্তানুশাসনের পরম সহায়ভূত, সেইরূপ দৈবীমীমাংসাদর্শনও সকল প্রকার উপাসকেরই পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা নিঃসন্দেহ।

বেদের কাণ্ডত্রয়ানুসারে মীমাংসাত্রয়ও পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং মীমাংসাত্রয়ের জ্ঞানভূমিও পরস্পর নৈকট্য-ভাবে সম্বদ্ধ। কিন্তু এই তিনের পুরুষার্থের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ-ভাব আছে। কর্ম্মমীমাংসাদর্শন কর্ম্মকেই মুক্তির সাধন বলিয়া থাকে। দৈবীমীমাংসাদর্শন ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলিয়া বর্ণন করে এবং ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। ঈদৃশ নানা জ্ঞানভূমির বিজ্ঞান অনুসারে পুরুষার্থের ভিন্নতা দেখিয়া মুমুক্ষুগণের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা অন্নময় শরীরের পোষণ সম্বন্ধে যদি কেহ বলে যে, শারীরিক যন্ত্রের মধ্যে শরীরের পোষণ জন্য মুখই প্রধান, আর কেহ যদি বলে পাকস্থলীই প্রধান আবার যদি তৃতীয় ব্যক্তি বলে যে, হৃদয় যন্ত্রই প্রধান, এইরূপ স্থলে

তিন জনের কথাই সত্য হইবে; যেহেতু অন্ন প্রথমতঃ মুখ দ্বারা পাকস্থলীতে যায়, পরে রসরূপ হইয়া হৃদয়-যন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া রক্তরূপে শরীরের রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এক যন্ত্রে অন্ন প্রবেশ করিলে পর আপনাআপনিই অন্যান্য যন্ত্রে গমন করিয়া যথাযথ কার্য্য সম্পাদন করে। সেইরূপ কর্ম্ম-যোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই যোগত্রয় পরস্পর অন্যোন্যাশ্রয়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ মতভেদে লক্ষ্যহানির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানী ভক্ত অবশ্যই কর্ম্মযোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন। সেইরূপ কর্ম্ম-যোগীও স্বতঃই অন্যান্য অধিকারদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপ মতভেদ দেখিয়া মুমুক্ষুদিগের ক্ষোভ প্রকা-শের ও চঞ্চলতার কোন কারণ নাই।

এই দর্শন শাস্ত্রে পরমাত্মাকে আনন্দস্বরূপ সিদ্ধান্ত করায় সদ্ভাবে ও চিদ্ভাবে আনন্দের ব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সেই নির্ব্বাণ, পরমানন্দ পদপ্রাপ্তির জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি এই ভক্তিশাস্ত্র, "দৈব-মীমাংসা" দর্শনের বর্ণন করিয়াছেন। ইতি।

রসপাদ।

সকল শাস্ত্রের মূলভূত বেদ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। যথা কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। এই কাণ্ডত্রয়ানুসারে মীমাংসাদর্শনের মধ্যেও তিন ভেদ দৃষ্ট হয়। যথা কর্ম্মমীমাংসাদর্শন, উপাসনামীমাংসাদর্শন ও জ্ঞানমীমাংসাদর্শন। ইহাদের মধ্যে "কর্ম্মমীমাংসাদর্শনে" কর্ম্মকাণ্ডীয়-বিজ্ঞানের মীমাংসা করা হইয়াছে; ইহাকে পূর্ব্বমীমাংসাও বলা হয়। "উপাসনামীমাংসাদর্শনে" উপাসনাকাণ্ডের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে; ইহাকেই "মধ্যমীমাংসা" বা "দৈবীমীমাংসাদর্শন" বলা হয়। এবং "জ্ঞানমীমাংসাদর্শনে" জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব-নির্ণয় করা হইয়াছে; ইহাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসাও বলা হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডের যেমন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানই মূল, সেইরূপ উপাসনাকাণ্ডেরও দৈবী-মীমাংসা-প্রতিপাদিত ভক্তিই একমাত্র মূল। এইজন্য দৈবীমীমাংসাদর্শন প্রারম্ভ করা হইতেছে, যাহার ইহাই প্রথম সূত্র—

(অথ)

এখন ভক্তি বিষয়ক জিজ্ঞাসা হইতেছে।১।

ভক্তিই উপাসনার মূল। এইজন্য চিত্তশুদ্ধি আদি প্রাথমিক ক্রিয়ার পর ভক্তি বিষয়ক জিজ্ঞাসাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(১) অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা।১।

'অথ' শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে। কেননা স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, "ওঁকার এবং অথ এই দুই শব্দই ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছে। সুতরাং ওঁকার ও অথ এই শব্দদ্বয় মাঙ্গলিক"*। পাপসমূহের বিনাশ, প্রারব্ধকার্য্যের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি ও শিষ্টাচারসেবিত শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহের আজ্ঞাপালনজন্যই যে কোন কার্য্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে। কেননা শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "কার্য্যের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি-প্রয়াসী অবশ্যই মঙ্গলাচরণ করিবে"†। 'অথ' শব্দ অনেকার্থবাচক হইলেও এইস্থলে 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ভক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হইয়া থাকে। "অতঃ" এই পদে হেত্বর্থক পঞ্চমী। কেননা ভক্তিই উপাসনার একমাত্র মূল। এই হেতু ভক্তি-বিষয়ক জিজ্ঞাসাই অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১॥

ভক্তি-জিজ্ঞাসা-বিষয়ে প্রথম জ্ঞাতব্য পদার্থের নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—

পরমাত্মা রসরূপ ও মায়া জড়রূপা ।২।

পরমাত্মা রসস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দরূপ। শ্রুতিতেও বারংবার কথিত হইয়াছে যে; "পরমাত্মা রসস্বরূপ" "ব্রহ্ম

---

* "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥"

† "সমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরেৎ"।

(২) "রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়া" ।২।

আনন্দরূপ," "ব্রহ্মের আনন্দরূপ জ্ঞাত হইলে সকল প্রকার ভয় দূর হইয়া যায়," "আনন্দ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয় প্রাপ্তি হয়"*। রস এবং আনন্দ এই দুই শব্দই একার্থবাচক। পরমাত্মা অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ বাক্য এবং মনের অতীত হইলেও জিজ্ঞাসুদিগের বোধের নিমিত্ত সদ্ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাবদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই ভাবত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও "কর্ম্মমীমাসাদর্শন" দ্বারা প্রধানতঃ সদ্ভাব, "ব্রহ্মমীমাংসাদর্শন" দ্বারা চিদ্ভাব ও "দৈবীমীমাংসাদর্শন" দ্বারা আনন্দভাবেরই প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী মহামায়া জড়রূপা। সুতরাং পরমাত্মার চেতনশক্তি ব্যতীত জড়াত্মিকা প্রকৃতিদ্বারা কোনরূপ কার্য্যই হইতে পারেনা। প্রকৃতিমাতা সর্ব্বব্যাপক চেতনসত্তার প্রভাবে পরিণামিনী হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিলীলা বিস্তার করেন। এই বিজ্ঞান স্পষ্ট করিবার জন্যই শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ জ্যোতির্ম্ময়; সমস্ত চেতন সত্তাই তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন"; "প্রকৃতি মায়া এবং ব্রহ্ম মায়ার প্রেরক মায়ী"†। এইরূপে স্মৃতিতেও

---

* "রসো বৈ সঃ," আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ;"
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,"
"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

† "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"
"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

কথিত হইয়াছে যে, "পরমাত্মা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, এবং তাঁহারই সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সচেতনতা। চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃই যেমন লৌহের কার্য্যকারিণী শক্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যদ্বারাই প্রকৃতি চেতনযুক্তা হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে"*। "ব্রহ্মই গুণময়ী মায়াতে সমাবিষ্ট হইয়া জগতের সর্গ, স্থিতি ও প্রলয় করেন"। "জন্মরহিত পরমাত্মা স্বকীয় শক্তিরূপ অজা প্রকৃতিতে চেতনসত্তার সন্নিবেশ করেন"†। প্রাক্তন-সংস্কার অনুসারে স্পন্দনধর্ম্মিণী প্রকৃতিতে যখন সৃষ্টির সূচনা হয় তখন পরমাত্মা প্রকৃতিতে আপন চেতনসত্তা প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে"‡। এইরূপে মায়া জড়া হইলেও সৃষ্টিবৈভব বিস্তার করিয়া থাকেন ॥২॥

---

* "স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা।
তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাশ্বতম্ ॥
জড়াহং তস্য সংযোগাৎ প্রভবামি সচেতনা।
অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা ॥"

† "আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ!
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥"
"ত্বং দেবশক্ত্যা গুণকর্ম্মযোনৌ।
রেতস্ত্বজায়াং কবিরাদধেঽজঃ ॥"

‡ দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সা-সূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥"

রস এবং জড় এই উভয়ের স্পষ্টীকরণমানসে লক্ষণ করা হইতেছে—

রস জ্ঞানময় এবং জড় অজ্ঞানময়।৩।

রস জ্ঞানাত্মক এবং জড় অজ্ঞানাত্মক। আনন্দরূপ পরমাত্মার আনন্দসত্তা জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও, জীব দুইপ্রকারে সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত আনন্দ এবং অপর সাক্ষাৎ চিদানন্দ। প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত যে আনন্দ, উহা প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের ছায়ামাত্র। প্রকৃতির অতীত শুদ্ধ নিত্য ভূমানন্দই বাস্তবিক আনন্দ বলিয়া কথিত। এইজন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আদিতেও বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় যে, "ব্রহ্মেই পরমানন্দের অবস্থিতি; অন্যান্য প্রাকৃতিক জীবগণ উক্ত ব্রহ্মস্থিত পরমানন্দের ছায়া মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে*। ঐ ছায়া আবার মায়াদ্বারা আনীত হয়। পক্ষান্তরে মায়া ভ্রমকারিণী হওয়ায় মায়াবদ্ধ অজ্ঞানী জীব বৈষয়িক সুখকেই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া উহাতেই লিপ্ত হয়। কস্তুরী-মৃগ যেমন নিজ নাভিদেশস্থিত

---

(৩) রসো জ্ঞানময়ো জড়শ্চাজ্ঞানময়ঃ।৩।

* "এষোঽস্য পরমানন্দ, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"
"অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ॥
এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽথণ্ডৈক-রসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে॥"

কস্তুরী-গন্ধে উন্মত্ত হইয়া উহার অন্বেষণে ইতঃস্তত ধাবিত হয়, (কেননা মৃগ জানেনা যে, তাহার নাভিদেশেই কস্তুরী আছে) সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক, পরমানন্দরূপ ভগবানের আনন্দসত্তা নিখিল জীবের অন্তর্নিহিত থাকায় জীবের সমস্ত প্রবৃত্তি স্বতঃই সেই আনন্দ লাভের জন্যই হইয়া থাকে*। পরন্তু অবিদ্যা-গ্রস্ত,—সংসার-মায়ামুগ্ধ-জীব স্পর্শমণি-ভ্রমে প্রস্তর গ্রহণের ন্যায়, নাশবান পরিণাম-দুঃখ-প্রদ, আপাতমধুর বিষয়-সুখকেই বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। এইজন্য জিজ্ঞাসুগণের সন্দেহ দূরীকরণার্থ এবং লক্ষ্যস্থিরীকরণমানসে কথিত হইতেছে যে, স্বরূপে জ্ঞানের নিত্য-বিদ্যমানতা হওয়ায় "রস জ্ঞানময়"। জ্ঞানের পূর্ণতাদ্বারাই আনন্দের পূর্ণতা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "নির্ব্বিকল্প-সমাধি-পদস্থিত, পূর্ণ জ্ঞানী যোগী, যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কেবল জ্ঞানরাজ্যে অনুভবদ্বারাই উহার বোধ হইয়া থাকে"†। এইরূপে শ্রীভগবান্ গীতোনিপষদেও বলিয়াছেন যে, "চিত্তবৃত্তির নিরোধ করত জ্ঞানযোগী যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের এবং প্রকৃতিরাজ্যের অতীত নিত্যানন্দ প্রাপ্ত

---

* "যদা বৈ করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি, সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, সুখং তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব তৎসুখমিতি শ্রুতিঃ।"

† "সমাধি-নির্ধূত-মলস্য চেতসো, নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখংভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা, তদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

হইয়া থাকেন; যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলে আর অপর কোন আনন্দই তাঁহার নিকট প্রকৃত আনন্দ বলিয়া বোধ হয়না এবং যে আনন্দে অবস্থিত হওয়ার পর প্রারব্ধজনিত কোন প্রবল দুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে অভিভূত হয়েন না"*। এতদ্ব্যতীত স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, "শব্দ এবং মায়ার অতীত যে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ পরমপদ বিদ্যমান আছে, উহাই শোকরহিত নিত্য পূর্ণানন্দময়"†। সৃষ্টি অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তৎকারণীভূত জড়ও অজ্ঞানময়। কেননা কার্য্য ও কারণ অভিন্ন ধর্ম্মাত্মক,—এক। নাম ও রূপাতীত অদ্বিতীয় কারণ ব্রহ্মে যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ নাম-রূপাত্মক কার্য্যব্রহ্মের প্রতীতি হয়, উহা কেবল অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মহামায়ার লীলা-বিলাস মাত্র। কার্য্যদ্বারাই কারণের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যজাত নিখিল জগৎ অজ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বলিয়া, ইহার কারণরূপ জড়ও অজ্ঞানময় অর্থাৎ জগৎকারণ মায়াও অজ্ঞানরূপিণী ॥৩॥

---

* "যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ-সেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

† শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

আত্মা এবং মায়া পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই সংখ্যা-বিষয়ক সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলিতেছেন—

জ্ঞানরূপ হওয়ায় তিনি (রস) একই এবং অজ্ঞানরূপ হওয়ায় তিনি (মায়া) অনন্ত।৪।

রসস্বরূপ পরমাত্মা জ্ঞানরূপ হওয়ায় এক—অদ্বিতীয় এবং জড়রূপা মায়া অজ্ঞানস্বরূপিণী হওয়ায় অনন্ত অর্থাৎ বহু। সর্ব্বব্যাপক, পূর্ণ, বিকাররহিত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা এক—অদ্বিতীয়। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, "পরমাত্মা এক ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাণি-সমূহের অন্তরাত্মা"*। সাধক যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে সম্যক্‌রূপে আরূঢ় হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, তখনই আত্মার এই অদ্বিতীয় রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেননা একমাত্র জ্ঞানই পরমাত্মার স্বরূপোপলব্ধির কারণ। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলিতেছেন যে, "যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জ্ঞান দ্বারাই পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক সমস্ত পাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন"†। এইরূপে স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, "এক,—

---

(৪) জ্ঞানরূপত্বাৎ স এক এব, অজ্ঞানরূপত্বাচ্চ সাঽনন্তা।৪।

* একো দেবঃ সর্ব্ব-ভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা।

† নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিখিল জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম ; এইজন্য জ্ঞানদ্বারা সাধক আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া অদ্বিতীয় চিদানন্দে নিমগ্ন হইয়া যান"*। প্রকৃতির বৈভবরূপ সৃষ্টি অজ্ঞানেরই লীলা-বিলাস মাত্র। সুতরাং সৃষ্টিজাত নিখিলপদার্থের অনন্ত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হওয়া বিজ্ঞান-সিদ্ধ। এই বৈচিত্র্য-প্রতীতির কারণ অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই মায়ার স্বরূপ। এইজন্যই জড়রূপা মায়া অনন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৪॥

পরমাত্মা জ্ঞানরূপ হইলেও অপ্রাপ্য নহেন, এই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছেন—

সৃষ্টির অতীত এবং বুদ্ধির পর হইলেও পরমাত্মা ভক্তি-লভ্য ।৫।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণাম-জাত বলিয়া নিখিল সৃষ্টিও ত্রিগুণময়। পরন্তু পরমাত্মা নির্গুণ। সুতরাং রসরূপ পরমাত্মা ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টির অতীত। কিন্তু বুদ্ধি আদি প্রাকৃতিক পদার্থের অতীত হইলেও পরমাত্মাকে ভক্তিমানগণ ভক্তিদ্বারাই লাভ করিতে পারেন। মহত্তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধিও প্রকৃতিরই অন্তর্গত। সুতরাং

---

* বক্তব্যং কিমু বিস্তরেণ বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাণু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়-শ্রুতেঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্ত-বাহ্যাঃ স্ফুটং
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈব ধ্রুবম্॥

(৫) সৃষ্টেরতীতো বুদ্ধেশ্চ পরঃ স ভক্তিলভ্যঃ।৫।

পরমাত্মাকে বুদ্ধিদ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে না। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "ইন্দ্রিয়ের পরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন বিষয়ের পরে, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতেও পরে মহত্তত্ত্ব, আবার মহত্তত্ত্ব হইতেও অব্যক্ত পরে এবং আত্মা এই অব্যক্তেরও পরে অর্থাৎ অতীত; পরমাত্মার পরে আর কিছুই নাই; তিনিই অন্তিম গতি"*। এইরূপে আরও কথিত হইয়াছে যে, "আত্মা শব্দস্পর্শরহিত, অনাদি, অনন্ত এবং মহত্তত্ত্বেরও অতীত, এই পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইলে জন্ম-মৃত্যুর ভয় থাকেনা"†। আবার স্মৃতিতেও এই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আনন্দরূপ পরমাত্মা শব্দরাজ্যের অতীত, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারেনা, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য ও পূর্ণানন্দস্বরূপ"‡। এইরূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্বন্ধের অতীত হইলেও

---

* ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

† অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

‡ শব্দো ন যত্র পুরুকারকর্ম্মান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

কেবল ভক্তিদ্বারাই লভ্য। এই কথার সমর্থন করিয়া শ্রুতিও বলিতেছেন যে, "ভক্তিদ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্য, ভক্তির সহায়তায় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হন, এইজন্য ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-সমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। উপনিষদ্‌রূপ ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনারূপ তীক্ষ্ণ শর যোজনা করত ভক্তিযুক্ত চিত্তে যখন প্রয়োগ করা হয়, তখনই পরমাত্মারূপ লক্ষ্য ভেদ হইয়া থাকে"*। আবার স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, "শ্রুতিলভ্য পরমাত্মা সাধকের ভক্তিযুক্ত হৃৎ-কমলরূপ আসনে সমাসীন হয়েন। সাধক প্রাকৃতিক গুণের অধীন না হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হৃদয়ে ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন"†। এইরূপে শ্রীগীতোপনিষদে ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন! বেদাধ্যয়ন তপ দান যজ্ঞাদি কোন অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাকে

---

* "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী"।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধিয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

† "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতীক্ষিত-পথো ননু নাথ! পুংসাম্"
অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং,
জ্ঞানেন বৈরাগ্য-বিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মন্যর্পিতয় চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধম্॥

প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল অনন্য-ভক্তিদ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়”*। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাও ভাগ্যবান সাধক ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ। এইজন্য স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, “ভগবানের প্রতি ভক্তি-যুক্ত হইয়া আনন্দ-ভাবোন্মত্ত সাধক উক্ত ধ্যেয় বস্তুতে স্বীয় চিত্ত সংলগ্ন করিয়া অবশেষে গুণাতীত আত্মসাক্ষাৎকাররূপ নিঃশ্রেয়সপদ লাভ করিয়া থাকেন”†। অতএব ভক্তিই জীবের ভব-ভয় দূর করিয়া পরমানন্দময় নির্ব্বাণপদে লইয়া যাইতে সমর্থ ॥৫॥

---

* নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

† এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধ-ভাবো
ভক্ত্যা দ্রবৎ-হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
ময়ীক্ষতে প্রতিনিবৃত্ত-গুণ-প্রবাহঃ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্যবসিতঃ সুখ-দুঃখ-বাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ,
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধ পরাত্মকাষ্ঠঃ॥

এই ভক্তির লক্ষণ কি, এই প্রশ্নে বলিতেছেন—

উহা অনুরাগরূপা।৬।

পূর্ব্বোক্ত ভক্তি অনুরাগাত্মিকা। চিত্তের যতগুলি বৃত্তি আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ কারণরূপ বৃত্তি দুইটী, যথা রাগ ও দ্বেষ; এই উভয়ের মধ্যে দ্বেষবৃত্তি তমঃ-প্রধান হওয়ায় দুঃখদায়িকা এবং রাগবৃত্তি সত্ত্বপ্রধান হওয়ায় সুখদায়িকা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনেও লিখিত আছে যে, "সুখানুশয়ী রাগঃ" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ," অর্থাৎ রাগ সুখকারক এবং দ্বেষ দুঃখকারক। তন্মধ্যে অধোগতিপ্রাপক দ্বেষবৃত্তির প্রতিকূল, উন্নতির নিদানভূত ও অনুরাগবৃত্তির সমভূমিস্থিত অনুরাগের নামই ভক্তি। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভাগীরথীর অবিরল জলধারার ন্যায় সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি যে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ, তাহাই 'ভক্তি' নামে কথিত"*। সুতরাং সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাকেই ভক্তি বলে। অতএব ভক্তি অনুরাগরূপা ॥৬॥

---

(৬) সানুরাগরূপা।৬।

* মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সেই অনুরাগ কিরূপ ?

স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধাতিরিক্ত অলৌকিক ঈশ্বরানুরাগরূপ।৭।

পরমাত্মার প্রতি পরম অনুরাগরূপিণী ভক্তি লৌকিক স্নেহ, প্রেম এবং শ্রদ্ধা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। লৌকিক প্রীতি বা অনুরাগ সাধারণতঃ তিনপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধা। পুত্র কন্যাদির প্রতি নিম্ন-প্রবহণ-শীল যে অনুরাগ-প্রবাহ, তাহাকে স্নেহ বলে ; মিত্র-কলত্রাদি সমসমে যে অনুরাগ হয়, তাহাকে প্রেম এবং পিতা মাতা আদি গুরুজনের প্রতি যে উর্দ্ধগামী অনুরাগ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ লৌকিক অনুরাগ প্রবাহই নাশশীল বিষয়াবলম্বী হওয়ায় নশ্বর,—অচিরস্থায়ী। কেননা উহার আশ্রয়ভূত জগৎ নশ্বর হওয়ায় তাহা অবশ্যই নশ্বর হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু ভক্তি অবিনশ্বর পরমাত্মার প্রতিই অলৌকিক অনুরাগস্বরূপ হওয়ায় এতৎসমুদয় হইতে অতিরিক্ত ॥৭॥

ঈশ্বরানুরাগরূপ ভক্তি কতিবিধ ?—

ভক্তি দ্বিবিধ, গৌণী ও পরা।৮।

ভক্তি সাধারণতঃ গৌণী ও পরা ভেদে দুই প্রকার। সাধন দশাগতভক্তি 'গৌণী' এবং সিদ্ধ দশাগতভক্তি 'পরা' নামে

---

(৭) স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধাতিরেকাদলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা।৭।

(৮) সা দ্বিধা, গৌণী পরা চ ।৮।

আখ্যায়িত। আনন্দময় ভগবানের যে আনন্দসত্তা তাহা জীব দুই প্রকারে অনুভব করিতে পারে। যতদিন বিষয়সংযুক্ত হইয়া জীব অজ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করে, ততদিন সে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত বিষয়ানন্দই অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এবং মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিলে স্বরূপানন্দ অনুভবে সমর্থ হয়। এই দুই স্বতন্ত্র অধিকার বশতঃই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ এই স্বভাবসিদ্ধ দুই অধিকারীর জন্য ভক্তিমার্গকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই বিজ্ঞানই এরূপ বিভাগদ্বয়ের কারণ ॥৮॥

ক্রমশঃ ভেদ বিবরণ বর্ণিত হইতেছে—

স্বরূপ-প্রকাশক হওয়ায় পূর্ণ আনন্দপ্রদ-ভক্তিই 'পরা ভক্তি' ।৯।

ভক্তগণ পরাভক্তিদশায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। অতএব পরাভক্তি দশাতে ভক্ত যখন সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণস্বরূপ, পরমানন্দময় পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, তখন পূর্ণজ্ঞানী ভক্ত পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। শ্রুতিতেও লিখিত হইয়াছে যে, "আনন্দরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্ত আনন্দরূপই হইয়া থাকেন"*। জীব পরমাত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হেতু প্রকৃতিগত ইচ্ছা,

(৯) স্বরূপ-দ্যোতকত্বাৎ পূর্ণানন্দদা পরা।৯।

* রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি।

দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আদি ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করিয়া থাকে। এইজন্যই জীবকে ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় জন্ম-মরণ-চক্রে নিরন্তর ভ্রমণ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার দুঃখই ভোগ করিতে হয়। কেননা, আত্মা যখন অভিমানবশতঃ আপনাকে প্রকৃতির ন্যায় মনে করিয়াছে, তখন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীরের সহিত আত্মার অবশ্যই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সুখ-দুঃখসমূহও তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন করুণাময় ভগবানের কৃপায় সাধক পরাভক্তি লাভ করিবেন এবং তাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইবে যে, আমি স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরদ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং তত্তৎসম্বন্ধযুক্ত জীব নহি, শরীরগত সুখ-দুঃখের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তখনই সেই জ্ঞানী ভক্ত স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনি প্রকৃতি-পারাবার-পারস্থিত সচ্চিদা-নন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। শ্রুতি স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "জ্ঞানী ভক্ত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আনন্দরূপ, সর্ব্বাধার, পরমাত্মার প্রতি পরাভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে সেই সাধকের আর অন্য কিছু লাভের অবশেষ থাকে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্ত যেইরূপ অপার আনন্দ লাভ করেন, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় না। এইরূপে সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলে ভক্তের সমস্ত সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; পঞ্চকোষের

সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যে জীবভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই জীবভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। পরাভক্তি-প্রাপ্ত যোগী—জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের আনন্দ-সত্তা প্রাপ্ত হইয়া সংসারচক্রের জন্ম-মরণ-ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন”* ॥৯॥

---

* তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব!
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্ব-যজ্ঞ-পতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥
সমাধি-নির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥
তদা পুমান্মুক্ত-সমস্ত-বন্ধন-
স্তদ্ভাব-ভাবানু-কৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধ-বীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তি-প্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্র-শাতনম্।
তদ্ব্রহ্ম-নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ
ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥
বিনির্ধূতাশেষ-মনোমলঃ পুমান্
অসঙ্গ-বিজ্ঞান-বিশেষ-বীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রি-মূলে কৃত-কেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে॥

এইরূপে—

বৈধী ও রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ সাধন-লভ্য ভক্তিই গৌণী।১০।

সাধনদ্বারাই গৌণীভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈধী ও রাগাত্মিকাভেদে গৌণীভক্তি দুই প্রকার। সাধনের আতিশয্যদ্বারাই গৌণীভক্তির পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। যখন সাধক শাস্ত্রসম্মত বিধি-নিষেধের অধীন থাকিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, জপ, ধ্যান, বহির্যাগ ও অন্তর্যাগ আদি ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের উৎপাদক সাধনসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভক্তিভূমিতে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন তাদৃশ ভক্তিকেই বৈধী-ভক্তি বলা হইয়া থাকে। ভক্তির এতাদৃশ অবস্থাতে কর্ত্তব্যা-

---

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমান্
আচার্য্যবান্ জ্ঞান-বিরাগ-রংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥
দগ্ধাশয়ো মুক্ত-সমস্ততদ্‌গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনো যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥

(১০) বৈধী-রাগাত্মিকা-নাম-ভিন্না সাধন-লভ্যা গৌণী।১০।

কর্ত্তব্যের নিয়ম বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহাকে বৈধী-ভক্তি বলা হয়। পরন্তু এইরূপে বৈধী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি এক অলৌকিক রাগযুক্ত হয়, যাহাতে সেই ভক্ত নিশিদিন ভক্তি-ভাবে মগ্ন থাকিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তখনই সাধকের চিত্তে আনন্দরূপ অমৃত-সিঞ্চনকারী, তৈল-ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন যে এক পরম অনুরাগমূলক অপূর্ব্ব ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহাকেই রাগাত্মিকা-ভক্তি বলা হইয়া থাকে ॥১০॥

দ্বিবিধ গৌণীভক্তির মধ্যে প্রথমে বৈধীভক্তিরই স্বরূপ বর্ণন করা হইতেছে—

বিধি-অনুসারে সাধ্যমান ভক্তির নাম বৈধী, উহা সোপানরূপা ।১১।

বিধি অনুসারে সাধন করা হয় বলিয়া প্রথম দশার ভক্তিকে বৈধী বলা হইয়া থাকে। ভক্তির উন্নত দশাপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে বৈধী-ভক্তিই অবলম্বনীয়, সুতরাং ইহা সোপান-স্বরূপ। প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেমন মনুষ্যকে পরম্পরাস্থিত সোপান (সিঁড়ি) অবলম্বন করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই মনুষ্য প্রাসাদের উপরে (ছাদে) উঠিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী থাকিয়া বৈধীভক্তির নয় প্রকার অঙ্গের সাধন করিতে করিতে

---

(১১) বিধি-সাধ্যমানা বৈধী সোপান-রূপা ।১১।

সাধক ক্রমশঃ যোগসম্বন্ধীয় 'প্রত্যাহার' ভূমি অতিক্রম করিয়া ভক্তির অন্তর্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৈধী-ভক্তির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন এই নয় প্রকার অঙ্গ কথিত হইয়াছে*। এইসকল অঙ্গ অনুসারে সাধক আপন আপন জীবনচর্য্যা যখন ভগবানের সেবা আদি রূপেই পরিণত করিয়া দেন, তখন তাঁহার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার পাপ-শূন্য হইয়া শ্রীভগবানেরই কৃপাবলে সেই হৃদয়-মন্দির-বিহারী শ্রীহরির অপূর্ব্ব আসনরূপ হইয়া যায়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, "প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণসমূহকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভগবদ্-বিষয়ক ভক্তিও সাধকের চিত্তস্থিত পাপরাশিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ভগবানের প্রেমময় মধুর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্রই হৃদয়ের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়"†। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে থাকিনা, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করিনা, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করিয়া থাকেন, সেই স্থানেই আমার চির-নিবাস"‡। এইরূপে গীতো-

---

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥

† যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা তদ্বিষয়া ভক্তি করোত্যেনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেন স্বানাং ভাব-সরোরুহং।
ধুনোতি সমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ॥

‡ নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!!

পনিষদেও তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করে, তাহার পক্ষে আমি (ভগবান) অত্যন্ত সুলভ"*। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যে পবিত্র চরণ হইতে নিঃসৃতা হইয়া সমস্ত সংসারকে পবিত্র করিতেছেন, সেই চরণপঙ্কজের সেবনদ্বারা যে চিত্তের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত মলিনতা সত্বরই নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? এইরূপে বৈধী-ভক্তির সাধক শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসমূহের বিধিবৎ সাধন করিতে করিতে পবিত্রচিত্ত হইয়া দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন নামক বৈধীভক্তির চরম তিন অঙ্গের অভ্যাস করিতে থাকেন। রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাইয়াই এই তিন অঙ্গের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। পরন্তু অভ্যাসের তীব্রতা অনুসারে ভক্তির বৈধী দশাতেও এই পূর্ব্বোক্ত তিন অঙ্গের সাধন হইয়া থাকে। ভগবানকে প্রভু মনে করিয়া দাসভাবে তাঁহার সেবাতেই চিত্তকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অভ্যাসই দাস্যরূপ অঙ্গের লক্ষণ; আর ভগবানকে প্রিয়তম মিত্ররূপে মনে করিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের নিমিত্ত প্রযত্ন করাই সখ্যভাবরূপ অঙ্গের লক্ষণ এবং এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার যখন

---

* অনন্য-চেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

† যৎপাদ-সেবাভি-রুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ॥

ভগবানেরই নানাবিধ সেবাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন বৈধী-ভক্তির অন্তিম সাধনরূপ আত্ম-নিবেদন ভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "এইরূপ অবস্থাগত সাধকের মন ভগবানের চরণ-কমলে লীন, বচন তাঁহারই গুণগানে, হস্ত তাঁহারই মন্দির-মার্জ্জনে, কর্ণ তাঁহারই সৎকথা শ্রবণে, নেত্র তাঁহারই মূর্ত্তি দর্শনে, অঙ্গ তাঁহারই ভক্তের গাত্র-সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার চরণ-সরোজের সুগন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বা তাঁহাতে সমর্পিত তুলসীদলের রসাস্বাদনে, চরণ তাঁহার অধিষ্ঠানদ্বারা পবিত্রী-কৃত তীর্থসমূহের পর্য্যটনে, মস্তক তাঁহারই চরণে প্রণাম করিতে এবং সকল প্রকার কামনা তাঁহারই (ভগবানের) দাসত্বে সমর্পিত, হইয়া থাকে*"। এইরূপে যখন ভক্ত বৈধী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, তখনই শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব কৃপায় উক্ত সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি এক অনুপম প্রীতি-প্রবাহ

---

* স বৈ মনস্তস্য পদারবিন্দয়োঃ
বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং কুরুঘাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভক্ত-গাত্র-স্পর্শেঽঙ্গ-সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানু-সর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম-কাম্যয়া
যথোত্তম-শ্লোক-জনাশ্রয়ারতিঃ॥

উৎপন্ন হয়, যাহাতে ভক্তের হৃদয়ে নিশিদিন অবিরলধারে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভগবানের মধুর গুণ-কথা-শ্রবণ এবং ভগবৎ-স্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে যখন ভক্তের চিত্ত সম্পূর্ণ একাগ্র হইয়া যায়, তখন সেই ভক্ত সাধকের ভগবানে শুদ্ধা-রতি এবং ভাগীরথীর পবিত্র ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন মনোগতির প্রাপ্তি হইয়া থাকে"*। এতাদৃশ ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। পরসূত্রে ইহার বিবরণ বর্ণিত হইবে ॥১১॥

দ্বিতীয় রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

রসানুভাবিকা এবং আনন্দ ও শান্তিদায়িনী ভক্তিই রাগাত্মিকা।১২।

---

* ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠ—
ভাসারুণায়িত-তনুর্দ্বিজকুন্দ-পংক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদন্তকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণোঃ
ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্দিদৃক্ষেৎ॥
সতাং প্রসঙ্গান্মম-বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ, ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না, যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য, নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্য-ব্যবহিতা, যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(১২) রসানুভাবিকা-নন্দ-শান্তিদা রাগাত্মিকা।১২।

গৌণী ভক্তির অন্তর্গত রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হইলে সাধক ভগবানের প্রতি প্রীতিজনিত অলৌকিক রসের অনুভব করিতে সমর্থ হন। ধারণাভূমি সুদৃঢ় হওয়ায় সাধকের চিত্ত যখন নিশিদিন ভগবানেরই শ্রীপাদপদ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন সেই ভগবৎ-প্রাণ ভক্ত এক অপূর্ব্ব প্রীতি-রস অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভক্তাগ্রগণ্য সাধক ভক্তিরসে আর্দ্রীভূত ও সেই রস-পানেই উন্মত্ত হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপন চিত্তকে ভগবানের চরণ-কমল-চিন্তন হইতে বিশ্রাম করিতে দেন না"*। ভক্তের চিত্ত যখন এইরূপে ভগবানে নিবিষ্ট,--একাগ্র

---

* বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ—
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
ত্রিভুবনবিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি-রজিতাত্ম-
সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি
যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধ-ভাবো
ভক্ত্যা দ্রবৎ-হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান—
স্তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্‌ণ-মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ-কথামৃত-পান-মত্তঃ॥

হইয়া যায়, তখন ভগবদ্-রসাস্বাদনের দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে পরমানন্দ-জ্যোতিঃ ও শান্তির উদয় হইয়া থাকে; ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন দশাগত সাধকের চিত্তের অপূর্ব্ব ভাব। এইরূপে স্মৃতিতে আরও লিখিত হইয়াছে যে, "ভগবানের প্রতি এতাদৃশ রাগাত্মিকা-ভক্তির উদয় হইলে সাধকের চিত্ত পুলকিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যায় ও তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে এবং সকল সাধনের ফলভূত পবিত্র শান্তি সেই ভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে"*। ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির চরম লক্ষণ ॥১২॥

এইরূপ ভাবের উদয় হইলে সেই ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয়?—

যাহার জ্ঞান হইলে মত্ততা, স্তব্ধতা ও আত্মারামতা হইয়া যায়।১৩।

---

* ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র—
মানন্দ-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্ত-লিঙ্গঃ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ-প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

(১৩) যজ্জ্ঞানান্মত্তস্তব্ধাত্মারামত্বম্। ১৩।

রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিমগ্ন সাধক কখনও মত্ত, কখনও বা স্তব্ধ আবার কখনও বা আত্মারাম হইয়া থাকেন। যোগ-সম্বন্ধীয় ধারণা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ভক্ত যখন রস-সমুদ্রের বিভিন্ন ভাবে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তিলাভ করেন, তাদৃশ অবস্থায় তাঁহার চিত্তে বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও থাকেনা এবং ঐ সময় আনন্দ-সাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জনশীল ভক্তের রস-বোধের তারতম্য অনুসারে তাঁহার বহির্লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিমগ্ন সাধক কখনও রাগামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, কখনও বা অনুরাগরাশিদ্বারা আপন অন্তঃকরণ পূর্ণ করিয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় স্তব্ধ, নীরব ভাবে অবস্থান করেন, আবার কখনও হৃদয়পদ্মে বিরাজমান আত্মাতে অপূর্ব্ব রতিযুক্ত হইয়া আনন্দের পবিত্র-ধারায় অবগাহন করত আত্মারাম ভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তির চরম ফল। এই বিষয়ে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভগবানের প্রতি রাগাত্মিকা-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলে ভক্তের কোটী কোটী জন্ম-সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার অন্তঃকরণের বিষয় বাসনা অনুরাগের পবিত্র বহ্নিতে শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহার লোকলজ্জা, লোকভয় আদি কিছুই থাকেনা। তিনি হয়ত কখনও উচ্চহাস্যে নভোমণ্ডল কম্পিত করেন, কখনও বা আনন্দভাবে বিগলিত ও উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন, আবার কখনও ভগবানের মধুর গুণগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে নির্লজ্জভাবে সর্ব্বত্র ভ্রমণ

করেন”*। এইরূপভাবে আরও বর্ণিত আছে যে, মধুপান-লোলুপ ভ্রমর যেমন ফুলের মধু প্রাপ্ত হইলেই নিস্তব্ধভাবে উহা পান করিতে থাকে, সেইরূপ রাগাত্মিকা-ভক্তিপ্রাপ্ত সাধক,-ভক্ত কখনও কখনও আনন্দময় ভগবানের আনন্দামৃত পান করিতে করিতে নিস্তব্ধভাবে থাকেন, কখনওবা ভগবৎ-বিষয়ের বর্ণন করিতে করিতে আনন্দাশ্রুধারায় নিজবক্ষঃ প্লাবিত করেন, আবার কখনও হয়ত পরমাত্মাতেই একান্ত

---

* কথং বিনা রোমহর্ষং, দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনা-নন্দাশ্রু-কলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি,
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥
বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতো যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
ক্বচিৎ রুদন্ত্যচ্যুত-চিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্ব্বৃতাঃ॥
ক্বচিৎরুদন্তি বৈকুণ্ঠ,—চিন্তা-শবল-চেতনঃ।
ক্বচি-দ্ধসতি তচ্চিন্তা,-হ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥

রতিযুক্ত হইয়া বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া যান। ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির চরম লক্ষণ, অপূর্ব্ব রাগ-মহিমা ॥১৩॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিযুক্ত ভক্তের ভাব বর্ণনান্তর ভাবের সহিত ঈশ্বর এবং কার্য্যব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে—

ঈশ্বর ভাবগম্য এবং ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশ্য, সুতরাং কার্য্যব্রহ্ম নাম ও রূপাত্মক।১৪।

ভাবের সহায়তাতেই ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায় এবং ভাব শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ নিখিল দৃশ্যমান্ জগৎ নাম ও রূপাত্মক। ভগবান অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও বাক্যের অতীত হইলেও

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
ক্বচিদুৎপলকস্তম্ভীমাস্তে সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ।
অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলা-মীলিতেক্ষণঃ ॥
নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যানি লীলা-তনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎ-পুলকাশ্রু গদ্‌গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস—
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥

(১৪) ভাবগম্য ঈশ্বরঃ শব্দ-দ্যোত্যশ্চ ভাবস্তস্মা-ন্নাম-রূপাত্মকং কার্য্যব্রহ্ম।১৪।

ভাবুক সাধক কেবল ভাবের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এইজন্য শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভাবের দ্বারাই যাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এমন যে ভাব এবং অভাব এতদ্বয়ের কর্ত্তা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর শিবরূপ ভগবান, তাঁহাকে যে ভক্ত জানিতে পারেন, তিনি বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন"*। এতদ্ব্যতীত তটস্থ জ্ঞান হইতে স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সময় অর্থাৎ স্বরূপ দশায় যাইতে হইলে একমাত্র ভাবই প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। যে দশায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী বিদ্যমান থাকিতে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাকে তটস্থজ্ঞানের দশা বলে এবং যে অবস্থায় ত্রিপুটীর লয় হইয়া অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার নাম স্বরূপজ্ঞানদশা। এই জ্ঞান-ভূমিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে ভাবেরই বিশেষ আবশ্যকতা হইয়া থাকে কেননা তটস্থ জ্ঞানভূমি হইতে স্বরূপ জ্ঞান-ভূমিতে গমন করিবার সময় কোনপ্রকার স্থূল অবলম্বন না থাকায় সাধককে ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই অবস্থায় সাধক 'আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম' এই প্রকার উচ্চভাবসমূহের অবলম্বন করিয়াই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। এইজন্যই স্মৃতিতে ভাবের ঈদৃশ অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"ভাবের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভাবের বলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আবার

* ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবা-ভাব-করং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥

ভাব বলেই পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক সাধকেরই ভাবের অবলম্বন করা উচিত। ভাবের অবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধিলাভের পক্ষে অন্য কোন সুগম উপায় নাই। এইরূপে ভাবের সহায়তাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়; ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভগবানের কৃপা লাভ হইয়া থাকে, যাহাতে জীব পরম আনন্দ লাভ করিতে পারে। দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ভাবের অধীন; অতএব ভাবের সহায়তা ব্যতীত সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং সর্ব্বথা ভাবের অবলম্বন করিবে"*। আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেষ্টাও সহায়ক হইয়া থাকে বটে তথাপি শব্দই এবিষয়ের প্রধান সহায়ক। অধিকন্তু বহির্জগতে শব্দদ্বারাই আন্তরিক ভাবসমূহের স্থিতি হইয়া থাকে। ক্ষণপ্রভা যেমন প্রভাদান করিয়া ক্ষণকালের জন্য জগৎকে আলোকিত করে পরন্তু পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যেই মেঘগর্ভে বিলীন হইয়া জগৎকে দ্বিগুণ অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ শব্দ-

---

* ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেব-দর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি ত্রৈলোক্যে সিদ্ধিমিচ্ছতাম্।
ভাবো হি পরমং জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি যেনানুগ্রহ-ভাগ্‌ভবেৎ।
ভাবাদনুগ্রহ-প্রাপ্তিরনুগ্রহান্মহাসুখী॥
ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবাধীনমিদং জগৎ।
ভাবং বিনা মহাকাল! ন সিদ্ধির্জায়তে ক্বচিৎ॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি ভাবাধীনমিদং জগৎ।
ভাবেন লভ্যতে যোগস্তস্মাদ্ভাবং সমাশ্রয়েৎ॥

দ্বারা অন্তর্জগতের ভাব বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভাবের অপ্রকাশ হেতু বহির্জগৎ ভাবশূন্যতারূপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কারণব্রহ্মের সহিত ভাবের পূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান; ভাব জগতে রূপ এবং শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম নাম ও রূপাত্মক। কেননা কারণের গুণই কার্য্যরূপে পরিণত হয় এবং ঐ কারণের সহিত যখন ভাবের অটুট সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং কার্য্য যখন ঐ কারণেরই বিবর্ত্ত মাত্র, ও উক্ত কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাব নাম ও রূপ দ্বারা কার্য্যেতে প্রকাশিত হয়, তখন কার্য্যব্রহ্ম যে নাম ও রূপাত্মক হইবে ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ সন্দেহ নাই। এইজন্যই শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "কারণব্রহ্ম যে মায়ার আশ্রয় দ্বারা বহুরূপ হইয়া কার্য্যব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হন, তাহাও নাম এবং রূপেরই অবলম্বন দ্বারা হইয়া থাকে"*। সুতরাং ঈশ্বর ভাবগম্য এবং ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ নাম ও রূপাত্মক ইহা বিজ্ঞান সম্মত ॥১৪॥

ভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে জ্ঞান ভূমি ও অজ্ঞান ভূমির নির্দ্দেশ করা হইতেছে—

---

* "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তো হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"
"নামরূপে ব্যাকরবাণি।"
"সর্ব্বানি রূপাণি বিচিত্য ধীরা, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"
"আকাশোহ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা।"

ভাবময় দৃশ্য চতুর্দ্দশবিধ হওয়ায় জ্ঞান-ভূমি সাতপ্রকার এবং অজ্ঞানভূমিও সাত-প্রকার।১৫।

ভাবময় দৃশ্য চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মধ্যে সাত সাতটি বিভাগ আছে*।" এইজন্য জ্ঞানভূমি এবং অজ্ঞানভূমিও সপ্ত সপ্ত বিভাগে বিভক্ত। পরমাত্মার আধিভৌতিক দেহস্বরূপ এই যে কার্য্যব্রহ্ম বা বিরাট, উহাকেও বেদে চতুর্দ্দশ ভুবন-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সত্ত্ব ও তম, পুণ্য ও পাপ এবং প্রকাশ ও অন্ধকার অনুসারে বিরাট পুরুষের নাভিদেশের উপরিভাগে সপ্তলোক এবং নিম্নভাগে সপ্তলোক বিদ্যমান। এইরূপে স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "সেই সহস্রউরু, সহস্রপাদ, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রমুখ এবং সহস্রশীর্ষ মহাপুরুষের শরীরে সমস্ত লোক বা ভুবনের কল্পনা হইয়া থাকে। তাঁহার কটীদেশের নিম্নভাগে সপ্তলোক এবং জঙ্ঘার উপরিভাগে সপ্তলোক বিদ্যমান। তন্মধ্যে (তাঁহার) পদদেশে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবলোক, হৃদয়ে স্বর্লোক (স্বর্গলোক), বক্ষঃস্থলে মহলোক, গলদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক, এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক বিদ্যমান এবং কটী-দেশে অতল, উরুদেশে বিতল, জানুদেশে সুতল, জঙ্ঘাদেশে

---

(১৫) ভাবময়দৃশ্যস্য চতুর্দ্দশ-বিধতয়া সপ্তজ্ঞানভূময়ঃ সপ্তাজ্ঞান-ভূময়ঃ।১৫।

* ওঁ যে তে পাশাঃ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি।

তলাতল, গুল্‌ফ দেশে মহাতল, পাদাগ্রভাগে রসাতল এবং পাদদ্বয়ের তলদেশে পাতালরূপে সপ্ত অধোলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে* ।" এইজন্য কার্য্য এবং কারণের অভেদ-সম্বন্ধ অনুসারে ব্যষ্টি সৃষ্টিতেও সর্ব্বত্র সপ্ত সপ্ত অন্তর্বিভাগ বিদ্যমান, যথা :— সপ্তব্যাহৃতি, সপ্তদর্শন, সপ্তধাতু ইত্যাদি। এবং শ্রুতিস্মৃতি আদিতেও বর্ণন আছে যে, "সাতপ্রকার প্রাণের মহিমাদ্বারাই সপ্তবিধ হোমকার্য্যে সপ্তবিধ অগ্নিশিখার বিস্তার হইয়া থাকে; এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক, যে সকল লোকের মধ্যে প্রাণ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে বিভক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। গ্রাম্য পশু সাত প্রকার, বন্য পশু সাতপ্রকার; এবং এইরূপে সাতপ্রকার ছন্দঃদ্বারা দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞভাগ পহুঁছিয়া থাকে; সপ্ত ঋষি, পূজার উপকরণ সাতপ্রকার এবং বীণাযন্ত্রও সপ্ততন্ত্রীর

---

* স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রি-বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ॥
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥
তৎকট্যাঞ্চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাং তু তলাতলম্॥
মহাতলস্তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলং।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥

সাহত মানবের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া থাকে*।” এইরূপ বিজ্ঞান,—শাস্ত্রসম্মত বিচার অনুসারেই জ্ঞানভূমি এবং অজ্ঞানভূমিরও সাত সাত প্রকার ভেদ করিয়া উভয়তঃ চতুর্দ্দশ প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে ॥১৫॥

এইরূপে রসেরও (গৌণমুখ্যভেদে) বিভাগ করা হইতেছে—

রসজ্ঞানও চতুর্দ্দশপ্রকার, তন্মধ্যে সাতটি মুখ্য এবং সাতটি গৌণ ।১৬।

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান সপ্তরস এবং গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান সপ্তরস ভেদে রসজ্ঞানও চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত। গৌণ সপ্তরস, নিম্নভূমিগত হওয়ায় উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উন্নতিকর নহে। পরন্তু মুখ্য সপ্তরস সাক্ষাৎ উন্নতিকারক হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর সূত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইবে ॥১৬॥

বিশেষ ভেদ বর্ণিত হইতেছে যথা—

---

* সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণাঃ
গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥
সপ্ত গ্রাম্যা পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥

(১৬) রসজ্ঞানমপি চতুর্দ্দশধা, তত্র সপ্ত মুখ্যাঃ সপ্ত গৌণাঃ ।১৬।

হাস্য আদি (সপ্ত) রস গৌণ এবং দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্ম-নিবেদনাসক্তি, গুণকীর্ত্তনাসক্তি ও তন্ময়াসক্তি নামক সপ্তরস মুখ্য।১৭।

হাস্য আদি সাতপ্রকার রস গৌণ এবং দাস্য আদি সাতপ্রকার রস মুখ্য বলিয়া কথিত। রসভাবে ভাবিত-চিত্ত, পূর্ব্বাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি শৃঙ্গার-প্রচুরা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের শৃঙ্গারদ্বারাই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় দশাতে সৎ, অসৎ এবং আকাশাদি কিছুই ছিলনা; কেবল গভীর অন্ধকারই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। মৃত্যু ছিলনা, অমৃত ছিলনা, দিন ছিলনা এবং রাত্রিও ছিলনা; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তদনন্তর প্রলয়-গর্ভলীন সমষ্টিজীবের সংস্কাররাশি হইতে যখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার সময় আসিল, তখন পরমাত্মা তপশ্চরণ পূর্ব্বক মৈথুনের ইচ্ছা করিলেন। এই তপঃ মনুষ্য সাধারণ তপঃ নহে, পরন্তু পূর্ব্বকল্পানুসারে সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন তিনি এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারই শরীর হইতে (অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা) প্রকৃতিরূপিণী জায়ার উৎপত্তি হইল, যাঁহার সহিত মিথুনী-

(১৭) হাস্যাদয়ো গৌণাঃ, দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্ত্যা-ত্মনিবেদনাসক্তি-গুণকীর্ত্তনাসক্তি-তন্ময়াসক্তয়শ্চ মুখ্যাঃ।১৭।

ভাবের উদয় হইয়া তাহারই ফলরূপে এই সঙ্করপ্রচুরা সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে*।" এইরূপে স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "পরমাত্মা আপন দেহকেই দুইভাগে বিভক্ত করত অর্দ্ধ শরীর দ্বারা নারী,-জায়া উৎপন্ন করিলেন এবং ঐ জায়ার গর্ভেই বিরাটের সৃষ্টি করিলেন†।" এতদ্ব্যতীত

---

* "তমসা আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং।"
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং,
নাসীদ্রজো; ন ব্যোম পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদন্যান্নপরঃ কিঞ্চনাস॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি-
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতো নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥
"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকএব
সোঽকাময়ত, জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়।"
"স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমৈচ্ছৎ।"
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥

† দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

নিম্ন লিখিত রূপেও কোন কোন স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, "ভগবানের চিত্তে যখন সৃষ্টি রচনা করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি যোগবলে আপন শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে শরীরের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষরূপ ও বামভাগ দ্বারা প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান কোমল-কমল-দল-সদৃশ সুকোমলা, সুন্দরী, অত্যন্ত রমণীয়া সেই রমণীর প্রতি কামানুরাগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শৃঙ্গারসম্বন্ধীয় নানা প্রকার লীলা করিতে লাগিলেন এবং জগৎপিতা পরমেশ্বর শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া যথাকালে বীর্য্যাধান করিলেন। তদনন্তর সুরতাবসানে জগজ্জননী প্রকৃতিমাতার অঙ্গ হইতে শ্রমজল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং উক্ত রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত শ্রম-বাহুল্য জন্য প্রবলবেগে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রকৃতিমাতার অঙ্গ হইতে বিনির্গত উক্ত শ্রমজল দ্বারা সমস্ত বিশ্বগোলক আচ্ছাদিত হইল এবং নিশ্বাস বায়ু সমস্ত জীবের প্রাণরূপ সর্ব্বাধার বায়ুস্বরূপ হইল। রতিশ্রমহেতু নির্গত ঘর্ম্মবিন্দুসমূহের অধিদৈবশক্তিরূপে বরুণদেব উৎপন্ন হইলেন এবং বরুণদেবের বাম অঙ্গ হইতে তাঁহার স্ত্রী বরুণানীর উৎপত্তি হইল। তদনন্তর শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিমাতা ব্রহ্মতেজে তেজস্বিণী হইয়া শতমন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া পরে সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল এক অণ্ড প্রসব করিলেন*।" ইহাই সমস্ত জীবের

* যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ।
অতীব কমনীয়াঞ্চ চারুপঙ্কজ-সন্নিভাম্॥

আধার স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত। ভক্তির চতুর্দ্দশ রস এই সৃষ্টির আদিভূত শৃঙ্গাররসেরই পরিণাম মাত্র। সমস্ত জগতের মূল কারণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগরূপ সেই শৃঙ্গার রসই বহুভেদ প্রাপ্ত হইয়া নিখিল জীবের হৃদয় রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ রসের মধ্যে সাত রস মলিন শৃঙ্গারপূর্ণ ও সাত রস শুদ্ধ,-পবিত্র শৃঙ্গারপূর্ণ। হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস এবং রৌদ্র এই সপ্তরস গৌণ অর্থাৎ মলিন শৃঙ্গার যুক্ত। যদিও এই সকল রসের বিষয়ে কোন কোন স্থানে ভক্তিরসের আচার্য্যগণের এইরূপ সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রকার রস আনন্দের পরিণামরূপ হওয়ায় সকল রসের দ্বারাই উন্নতি হইতে পারে, তথাপি এই সকল রসের আশ্রয়,-আধার মলিনতাপূর্ণ হওয়ায় তত্তৎ আধার-জাত রসসমূহও মলিন এবং এইহেতুই ঐসকলকে গৌণ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। হাস্য আদি গৌণরসের দ্বারা উন্নতি-লাভ বিষয়ে স্মৃতিতে এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, "যেপ্রকার দ্বেষভাব প্রদর্শন করিলেও ভগবানেরই প্রতি

দৃষ্ট্বা তাংতু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে।
রাসোল্লাসেষু রসিকো রাসক্রীড়াং চকারহ॥
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব।
চকার সুখ-সম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো দিনম্॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দে শুভক্ষণে॥
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ॥

দ্বেষভাব প্রযুক্ত হওয়ায় শিশুপালাদি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা সৌহৃদ্যাদির মধ্য হইতে যে কোন একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া যদি ভগবানে তন্ময়তা হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারাই সাধকের উন্নতি হইয়া থাকে, যথাঃ— পিতামহ ভীষ্মদেব বীররস দ্বারা ও রাজা দশরথ করুণরস দ্বারা এবং রাজা বলি, অর্জ্জুন ও যশোদা বিরাট স্বরূপ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অদ্ভুত রসদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এইরূপে গোপাল বালকগণ হাস্য রসদ্বারা ও কংস ভয়ানক রসদ্বারা এবং অঘাসুর বীভৎস রসদ্বারা ও ইন্দ্র রৌদ্র রসদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন*। পরন্তু মুখ্য সাত রসের

মহাক্রমণক্লিষ্টায়া নিশ্বাসঞ্চ বভূব হ।
তদা বভ্রে শ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকম্॥
স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ।
নিশ্বাসবায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবনাঞ্চ ভবেষুচ॥
ঘর্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্।
তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা॥
অথ সা কৃষ্ণ-চিচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধারহ।
শতমন্বন্তরং যাবজ্জলন্তী ব্রহ্মতেজসা॥
শতমন্বন্তরান্তে তু কালেঽতীতেচ সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারাশ্রয়ং পরম্॥

* উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

বিষয় এইরূপ নহে। কেননা দাস্যআদি মুখ্য আসক্তি সমুদয়ের মধ্যে মলিনতার নাম গন্ধও না থাকায় তৎসমুদয়ের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তের কল্যাণ হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি রাগের,—অনুরাগের উদয় হওয়ায় ভক্তের চিত্ত নিশিদিন সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকে এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্য হেতু কল্পতরু শ্রীভগবানের প্রতি কোন ভক্ত দাস্যভাবের আশ্রয় করিয়া, কোন ভক্ত সখ্যভাবের অবলম্বন করিয়া, কেহ হয় ত কান্তাভাবের সমাশ্রয়ে ভগবৎরাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে কেহ বাৎসল্যভাবের আশ্রয়ে, কেহ বা আত্মনিবেদনভাবে ভাবিত হইয়া, আবার কেহ হয় ত গুণকীর্ত্তনভাবে মত্ত হইয়া এবং কেহ কেহ বা তন্ময়াসক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ ভগবৎরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে সেই পরমানন্দপদ প্রাপ্ত

ভৈষ্মীরাধাদিরূপেষু শৃঙ্গারঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
ভীষ্মো বীরে দশরথঃ করুণে স্থিতিমাপ্তবান্॥
বল্যর্জ্জুনযশোদানাং বিশ্বরূপস্য দর্শনে।
অত্যদ্ভুতরসাস্বাদঃ কৃষ্ণানুগ্রহতো ভবেৎ॥
গোপালবালা হাসস্য শ্রীদামোদ্বহনাদিষু।
এবমন্যত্র ভীত্যাদিত্রিতয়েঽপি বিচিন্ত্যতাম্॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ পার্থা ভক্ত্যা মুনীশ্বরাঃ॥
শৃঙ্গারী রাধিকায়াং সখিষু সকরুণঃ ক্রোড়দণ্ডেষ্বঘাহের্বীভৎসী তস্য গর্ভে ব্রজকুলতনয়াচৈলচৌর্য্যে প্রহাসী।
বীরী দৈত্যেষু রৌদ্রী কুপিতবতি তুরাসাহি হৈয়ঙ্গবীনস্তেয়ে ভীমান্ বিচিত্রী নিজমহসি শমীদামবন্ধে স জীয়াৎ॥

হইয়া থাকেন। ভগবান ভক্তেরই অধীন। এইজন্য তাঁহার (ভগবানের) প্রতি আসক্তিযুক্ত ভক্তকে ভগবান অসীম কৃপাবিতরণে সর্ব্বদাই রক্ষা করত অবশেষে পরমানন্দরূপ মুক্তিপদ প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, "আমি কখনও স্বাধীন নহি; কেননা আমি ভক্তের অধীন, আমার হৃদয় আপনার (নিজের) নহে, পরন্তু সাধু-ভক্তজনেরই অধিকৃত। যেসকল ভক্ত অনন্যশরণ হইয়া আমাকেই একমাত্র শরণ মনে করত আমার উপরে নির্ভর করিয়া কলত্র, পুত্র, ভবন, স্বজন ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য আদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি? সতী স্ত্রী যেমন পতিভক্তি ও সতীত্ববলে আপন পতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ আমাতে মনঃপ্রাণ অর্পণ করত অনন্য ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। সাধুগণ আমার হৃদয়স্বরূপ এবং আমি সাধুগণের হৃদয়রূপ; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন ত্রিভুবনে দ্বিতীয় আর কাহাকে ও জানেননা, আর আমিও ত্রিভুবনে তাঁহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না" *। শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় ভক্ত-

* অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহম্পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

মণ্ডলীর দাস্য, সখ্য আদি আসক্তির বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রে অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি পবননন্দন হনুমানের যে অপূর্ব্ব দাস্যাসক্তি ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এইরূপ দাস্যাসক্তির উদয় হইলে ভক্ত সেবক ভাবে আপনাকে ভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তগণের সেবা-ব্রতেই নিয়োজিত করেন। শ্রীভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন যে "আমার ভক্তগণেরও যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রিয়তম ভক্ত। জগতে কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তবে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহারই" *।

সখ্যভাবের দৃষ্টান্তরূপে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নাম লওয়া যাইতে পারে। যিনি যথার্থ সৌহৃদ্যের অন্তিম সীমায় যাইয়া আপনার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদ-বুদ্ধি রহিত হইয়াছিলেন, সখ্যভাবের দৃষ্টান্তে সেই কৃষ্ণসখা পার্থকেই অগ্রে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ভক্ত-বীর অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানেরই কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ জানিতে

ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।

* "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ"

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

পারিয়া সভক্তিক সখ্যভাবে করযোড়ে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন "হে বিশ্বরূপ! আপনাকে চিনিতে না পারিয়া-আপনার স্বরূপ, বিশ্বরূপ জ্ঞাত হইতে না পারায় অজ্ঞতা বশতঃ বা প্রণয় হেতু বন্ধু মনে করিয়া হে কৃষ্ণ হে যাদব আদি কত সামান্য সম্বোধনে ডাকিয়াছি, এমন কি কত সময়ে উপহাস ও করিয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; অতএব আমায় ক্ষমা করুন *"। কান্তাসক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রূপে ব্রজগোপিনী-দিগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজগোপিনীগণ লোকলজ্জা, কুলমর্য্যাদা, ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম আদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বোধে বৃন্দাবন বিলাসী, মোহনমুরলীধারী, আনন্দকন্দ সচ্চিদানন্দরূপ প্রেমময় ভগবানশ্রীকৃষ্ণের প্রেমসিন্ধুনীরে নির্ভিক চিত্তে আপন আপন জীবনতরণী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের এরূপ আত্মসমর্পণ ও কান্তাসক্তি ছিল যে, ভগবানকেও এইরূপ বলিতে হইয়াছিল-"হে ব্রজগোপিনীগণ! আমার প্রতি আপনাদের পবিত্র প্রেমভাব এরূপ গাঢ় ও বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আমি কখনও তাহার পরিশোধ করিতে পারিবনা। আপনারা সুকঠিন সংসার পাশ ছেদন করিয়া আমাতেই কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনাদের এই সাধুকার্য্যই আমার প্রতি প্রেমের প্রতি-

* সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম॥

দান স্বরূপ হউক*”। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইতেছিলেন, সেই সময়েও বলিয়াছিলেন যে, “আমার প্রিয়তম গোপিনীগণের প্রাণ মন আমার উপরেই সমর্পিত, কেননা কেবল আমার জন্যই তাহারা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। বোধহয় এখনও আমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহারা কঠিন দুঃখের সহিত জীবনভার বহন করিতেছে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আমার পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া তাহাদের তাপিত,-ব্যাকুলিত প্রাণ শীতল করিবে †”।

বাৎসল্যাসক্তির দৃষ্টান্তস্থলে যশোদা এবং নন্দগোপাদিকে আদর্শরূপে লওয়া যাইতে পারে। কেননা উঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপধারণ এবং কালীয়নাগ দমন আদি অলৌকিক কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতে দেখিয়াও তাঁহার সহিত পুত্র ভাবেই প্রেম করিয়াছিলেন। এইরূপ বাৎসল্যভাবে ভাবিত হইয়াই কোন এক ভক্ত বলিয়াছিলেন যে “হে বৎস! নবনীরদ কোমলাঙ্গ,-তুমি আমার নিকটে এস, আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুত্রস্নেহ চরিতার্থ করি—মস্তকে চুম্বন করি অথবা তোমার চরণ-কমলদ্বয়ে অভিবাদন

---

* নপারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং।
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

† তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

করি*”। আত্মনিবেদনাসক্তির বিষয়ে দেবর্ষি নারদই উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মেই দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আত্মনিবেদনাসক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আত্মনিবেদন ভাবের উদয় হইলে ভক্তের চিত্তে অহং ভাবের লেশমাত্রও থাকে না এবং তাঁহার জীবন ও সমস্ত চেষ্টা আদি শ্রীভগবানেরই প্রীতি সম্পাদনের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, “বাক্যের মধ্যে যথার্থবাক্য তাহাকেই বলা যায়, যাহাদ্বারা ভগবানের গুণ গীত হয়; হস্ত তাহাই, যে হস্তদ্বারা ভগবানের কার্য্য সম্পাদিত হয়; যথার্থ মন তাহাকেই বলা হইয়া থাকে, যে মন সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার স্মরণে তৎপর থাকে; যথার্থ কর্ণ তাহাই, যে কর্ণ দ্বারা ভগবানের মহিমা শুনিতে পাওয়া যায়; যথার্থ মস্তক তাহাই, যাহাদ্বারা ভগবানের চরণাভিবন্দন করিতে পারা যায়; যথার্থ নেত্র তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহাদ্বারা ভগবানের দর্শন হইয়া থাকে; এইরূপ শারীরিক অবয়বের মধ্যে যথার্থ অবয়ব তাহাই, যাহাদ্বারা ভগবানের এবং ভগবদ্ ভক্তগণের

যে ত্যক্তলোক-ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ॥
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি রিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন-সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥

* এহ্যেহি বৎস নবনীরদ-কোমলাঙ্গ!
চুম্বামি মূর্দ্ধনি চিরায় পরিষ্বজে ত্বাম্।

সেবা করা যাইতে পারে*”। এইসকল আত্মনিবেদনাসক্তিরই ভাব।

গুণকীর্ত্তনাসক্তির দৃষ্টান্তস্থলে মহর্ষি বেদব্যাসের নাম দেওয়া যাইতে পারে,-যাঁহার জীবনের অখিলব্রত ভগবদ্ গুণানুকীর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যাঁহার উন্মাদিনী লেখনী পুরাণে, ইতিহাসে ও দর্শনে- সর্ব্বত্রেই ভগবানের মধুর গুণগান দ্বারাই পবিত্র হইয়াছিল। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, “শ্রীভগবানের মধুর গুণকথা—যাহা মুক্ত পুরুষগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, এবং ভব-ব্যাধির যাহা একমাত্র ঔষধি স্বরূপ, কর্ণকুহর পবিত্রকারী, মাধুর্য্যময়, মনোমলাপসারক ও চিত্ত-বিনোদন ভগবানের সেই গুণকথা যাহারা গান করেন না,

---

আরোপ্য বা হৃদি দিবা-নিশমুদ্বহামি
বন্দেঽথবা চরণ-পুষ্করকদ্বয়ং তে ॥

* সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥
শিরস্তু তস্যোভয়-লিঙ্গ-মানমে—
ত্তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তবপাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাংশিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥

তাহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী *”। এইরূপে আরও কথিত হইয়াছে যে, “ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের মুখ হইতে যখন অমৃত ধারার ন্যায় ভগবানের গুণকথা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভক্তগণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা পান করিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ আদি যাবতীয় দুঃখ হইতে নিস্তার পাইয়া, অবশেষে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন †”।

রাগাত্মিকা ভক্তির অন্তিম অবস্থার নাম ‘তন্ময়াসক্তি’—যাহা প্রাপ্ত হইলে ভক্ত আপনাকে ভগবানেরই স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহারই প্রতি অপূর্ব্ব প্রীতি প্রবাহে অহোরাত্র নিমগ্ন থাকেন। এই তন্ময়সক্তিরই বর্ণন প্রসঙ্গে স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, “এই তন্ময়াসক্তির উদয় হইলে ভক্ত তন্ময় হইয়া ভগবানকে প্রণাম করেন, আর কখনও স্বয়ং ভগবদ্রূপ হইয়া আপনাকেই আপনি প্রণাম করেন ‡”। এইরূপ

---

* নিবৃত্ততর্ষৈরুপ-গীয়মানা—
ভবৌষধা-চ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

† তস্মিন্নহন্মুখরিতা মধুভিশ্চরিত্র
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তাং যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়-কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়-শোক-মোহাঃ॥

‡ নমস্তুভ্যং পরেশায় নমো মহ্যং শিবায় চ।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমো নমঃ॥
মহ্যন্তুভ্যমনন্তায় মহ্যন্তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥

তন্ময়ভাবের দৃষ্টান্ত ভগবদ্ গুণগান-পূর্ণ পুরাণ শাস্ত্রে বহুধা পরিলক্ষিত হইলেও হরিহরের তন্ময় ভাবেই ইহার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরি ও হরের যে পারস্পরিক অপূর্ব্ব আসক্তি তাহা এই তন্ময়াসক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীহরি নিজমুখে লক্ষ্মীদেবীকে বলিতেছেন- "আমি দিবানিশি আশুতোষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকি, আর আশুতোষও আমার চিন্তনেই তন্ময় হইয়া থাকেন; শঙ্কর আমার প্রাণ স্বরূপ এবং আমিও শঙ্করের প্রাণস্বরূপ। পরস্পর তন্ময় ভাবাপন্ন আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই *"। তন্ময়াসক্তির এই অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ কান্তাসক্তির উৎকৃষ্ট দশায় ব্রজবাসিনী গোপিনীদিগের মধ্যেও কখনও কখনও হইত। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপিনীগণকে অভিমানিনী মনে করিয়া তাঁহাদের অভিমান দূর করিবার জন্য রাসলীলা করিতে করিতে গোপিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছিলেন, তখন গোপিনীগণ কি প্রকার শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ বর্ণন আছে যে, "গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের

---

* শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যামি যং ধ্যায়ামি সুরোত্তমম্।
আশুতোষং মহেশানং গিরিজাবল্লভং হৃদি ॥
কদাচিদ্দেব-দেবো মাং ধ্যায়ত্যমিতবিক্রমঃ।
ধ্যায়াম্যহঞ্চ দেবেশং শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্ ॥
শিবস্যাহং প্রিয়প্রাণঃ শঙ্করস্ত তথা মমঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি মিথঃ সংসক্তচেতসোঃ ॥

বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ তন্ময় অবস্থাতেই তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সকল করিতে লাগিল! তাহাদের মধ্যে কেহ পুতনা হইল এবং আর এক গোপিনী শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল; কোন এক গোপিনী গোপাল হইয়া প্রচ্ছন্নশকটরূপ শকটাসুরভাবপ্রাপ্ত অপর এক গোপিনীকে পদপ্রহার করিতে লাগিল; আবার এক গোপিনী অন্য এক গোপিনীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কালীয়দমনের লীলা দেখাইতে লাগিল; পুনরায় কেহ আপন উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গুলি দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন ধারণরূপ লীলা করিতে লাগিল ইত্যাদি *"। এই সমস্তই তন্ময়াসক্তির ভাব। এইরূপে হাস্যাদি সপ্তগৌণ আসক্তি সমূহ এবং দাস্য আদি মুখ্য সপ্ত আসক্তি সকলের দ্বারা

---

* ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥
কস্যাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎস্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রিং কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ॥
মা ভৈষ্ট বর্ষবাতাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যন্নিদধেঽম্বরম্॥
আরুহ্যেকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছজাতোঽহং খলানাং নন্দু দণ্ডধৃক্॥
ইত্যাদি।

রাগাত্মিকা ভক্তির সাধক ভগবানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

রসভাবে নিমগ্ন হইলে ভক্ত সাধকের কিরূপ অবস্থা হয় ?—

ভাবে নিমগ্ন হওয়ায় সাধক রস স্বরূপ হইয়া যান। ১৮।

ভগবদ্ ভাব সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ভক্ত রসরূপ হইয়া যান। সকল প্রকার রসই আনন্দময়। এইজন্য আনন্দময় ভগবানের চরণকমলে চিত্ত একাগ্র করিয়া ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয়রূপা ত্রিপুটীর অবলম্বন দ্বারা ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ ত্রিপুটীর নাশ হইয়া অন্তিমে ভগবানের সহিত ভেদ-বুদ্ধি থাকেনা। এবং অবশেষে সবিকল্প সমাধির উদয় হইলে ধ্যাতা সাধক ধ্যেয় আনন্দময় ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, "ভগবানের উপাসক সাধক ভগবচ্চরণে লীন ও ভগবানের স্বরূপ হইয়া যান *"। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "তৈলপায়ীকীট যেমন ভ্রমরকীটের চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরকীট হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্ত সাধক ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ভগবৎরূপ হইয়া যান †" ॥ ১৮ ॥

---

(১৮) রসরূপ এবায়ং ভবতি ভাবনিমজ্জনাৎ। ১৮।

* তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।

† সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবংহেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥

দাস্য আদি মুখ্যভাব সকলের বিশেষত্ব নির্ণয় করা হইতেছে—

সকল প্রকার রসের দ্বারা উন্নতি হয়; কিন্তু পরাভক্তি লাভ মুখ্য রসের দ্বারাই হইয়া থাকে। ১৯।

হাস্য আদি গৌণরসই হউক অথবা দাস্য আদি মুখ্য রসই হউক সকল প্রকার রসের দ্বারাই সাধক উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ভগবানের পরমপদ আনন্দরূপ আর সর্ব্বপ্রকার রসের মধ্যেই স্বাভাবিকরূপে আনন্দসত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকারের রসের দ্বারাই সাধক অবশ্য উন্নতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই প্রকার রসের মধ্যে ভেদ এই যে, হাস্য আদি গৌণ রসের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ থাকায় গৌণরস সর্ব্বথা নির্ম্মল হইতে পারেনা। অতএব তৎসমুদয়ের দ্বারা উন্নতি হইলেও পরাভক্তি লাভ হয়না। কিন্তু দাস্যাদি মুখ্য রস সমূহে বহির্বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের লেশ মাত্র না থাকায় তৎসকলের দ্বারা ভক্ত সাক্ষাৎরূপে পরাভক্তির লাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন রাজা আপন

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো,
ধ্যায়ন্ যথালিহ্বলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥

(১৯) পরা মুখ্যরসসন্নিকর্ষাদুন্নতা তু সর্ব্বরসাশ্রয়া। ১৯।

রাজ্যোদ্ধারের জন্য বীরতা প্রকাশ করেন, তবে ঐ ভাব বীর-রসের হইলেও উহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় উহা সর্ব্বথা নির্ম্মল হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ বীর ভাবের প্রয়োগ নিষ্কাম ভাবে করা যায়, তখন মলিনতার সম্বন্ধ না থাকায় উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব গৌণরসের দ্বারা যদি কদাচিৎ পরাভক্তি লাভের বিষয়ে উপকার হয়, তবে ঐ উপকার পরম্পরা রূপেই হইবে। কিন্তু সপ্ত মুখ্য রস নির্ম্মল ও একমাত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত হওয়ায় তৎসমুদায়ের দ্বারা ভক্তের সাক্ষাৎরূপে পরাভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

রসভাবের দ্বারা পরাভক্তির লাভ কিরূপে হইতে পারে ?—

অদ্বৈত ভাবপ্রদ তন্ময়াসক্তিরূপ ভাবসাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা পরাভক্তির উদয় হয়। ২০ ।

ভক্ত যখন ভগবানে তন্ময় হইয়া ভাবসমুদ্রে উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন তখনই অদ্বৈতভাবপ্রদ ঐরূপ তন্ময়তা দ্বারা ভক্তের পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পবিত্র—নির্ম্মল রস সমূহের ধারণা দৃঢ় হইয়া যাওয়ায় সাধক ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ সমাধিভূমি প্রাপ্ত হন। তদনন্তর ঐ ভাবসমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে ভাবুক ভক্ত শীঘ্রই সবিকল্প সমাধির বিতর্ক, বিচার আনন্দ এবং অস্মিতা নামক চার অবস্থা অতিক্রম করিয়া

(২০) পরালাভো ব্রহ্মসম্ভাবিকাত্তন্ময়াসক্ত্যুন্মজ্জননিমজ্জনাৎ। (২০)

নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই স্থানে আসিয়াই জ্ঞানের এবং ভক্তির একই ভূমি হইয়া যায় এবং পরাভক্তি প্রাপ্ত কৃতকৃত্য যোগী সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতে থাকেন। ইহাই অদ্বৈতভাবাত্মিকা, পরমানন্দদায়িনী পরা-ভক্তি। এই পরাভক্তিগত পরমানন্দের বিষয়ে স্মৃতি সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ভগবানের অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হইয়া যখন ভক্ত নিখিল চরাচর বিশ্বে 'আমি' ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের সত্তা দেখিতে পান না; তখনই তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সময় 'তাঁহাতে' ও 'আমাতে' কোন ভেদ থাকে না এবং সর্ব্ব আনন্দময় ভগবানের দর্শন হওয়ায় ভক্ত আনন্দস্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া যান। তখন তাঁহার সমস্ত প্রাকৃতিক বন্ধন ও জীবভাব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হইয়া যান। ঐ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয়, হেয় বা উপাদেয়, দৃশ্য বা দ্রষ্টাদি কিছুই ভেদভাব থাকে না; তিনি যথার্থ শুদ্ধ আনন্দরূপ হইয়া অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই পরাভক্তির পরাকাষ্ঠা, বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, এবং জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা।" * ॥ ২০ ॥

---

* তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা,
ভক্তিপ্রয়োগেন সমেত্যধোক্ষজম্ ॥
অধোক্ষজালম্বমিহাশুভাত্মনঃ,

রস প্রবাহের অন্তিমগতি কোথায় ?—
সকল রসেরই পরিসমাপ্তি এক স্থানেই

শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
তদ্ব্রহ্ম নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥
তং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং,
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা,
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ,
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥
বাসুদেবেভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥
যর্দাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্নাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে॥
জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবান্নেক ঈয়তে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

হয়। (২১)

রস সমূহের প্রবাহে যদি কোনরূপ বাধা না হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার রসই সেই পরমপদে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুকূল হইলে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গও যেমন সমস্ত গ্রাম, নগর ও সংসারকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভগবান রসস্বরূপ হওয়ায় সামান্য হইতেও সামান্যতর যে কোন রস হউকনা কেন, যদি বিকাশকার্য্যে তাহার কোন বাধা না হয়, তাহা হইলে সেই রসই সমুন্নত হইতে হইতে তক্তের চিত্তে ভগবানের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন করত তাঁহাকে (ভক্তকে) ভক্তির উন্নতোন্নত ভূমিতে গতি ও স্থিতি লাভ করিবার সামর্থ্য প্রদান করে

পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্‌যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাংনিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
ময়ি প্রেমাকুলবতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষা কণ্ঠগদ্‌গদনিস্বনঃ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরাভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেবাতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥
ইত্থংজাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে সদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥
(২১) সর্ব্বেষামেকত্রৈব পর্য্যবসানম্। (২১)

এবং অবশেষে সেই পরমানন্দপদরূপ মুক্তিপদ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। তরল-তরঙ্গিণী পতিত-পাবনী জাহ্নবী যেমন ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রবাহিত হইয়া আপন অমৃতময় পবিত্র প্রবাহ দ্বারা তত্তৎদেশ সকল পবিত্র করত মহাসমুদ্রে যাইয়া বিলীন হন, সেইরূপ ভগবদ্ভাবমূলক সমস্ত রসের প্রবাহ ভক্ত-হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবাহিত হইতে হইতে আপন অমৃত-ময় ভাব সমূহদ্বারা ভক্তের হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করত অন্তিমে ব্রহ্মানন্দ সাগরে যাইয়া বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উক্ত রসপ্রবাহ ভগবানের প্রতি প্রবর্ত্তিত হইলে কি ফল হয় ?—

তাঁহার (ভগবানের) প্রতি যে ভক্তি, তাহাই নিঃশ্রেয়সকরী। ২২।

রসময় পরমাত্মার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই ভক্ত মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এবং তপোদানাদি ধর্ম্মাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকের অভ্যুদয় ও অন্তিমে নির্ব্বাণ লাভ হয়। পরন্তু ভগবদ্ ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ পরমানন্দময় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতম মহিমা। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে "যাঁহারা ভগবানকেই সর্ব্বব্যাপীরূপে জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য অপদেবতার উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানের প্রতিই অনন্য ভক্তি ও আসক্তি যুক্ত হন, ভগবান তাঁহাদিগকে অভ্যুদয় প্রদান এবং পরিশেষে আবাগমন-

(২২) তদ্ভক্তির্নিঃশ্রেয়সকরী।

ময় সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যিনি একমাত্র ভগবানের চরণকমলই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কোনরূপেই বিপদাপন্ন হইতে হয় না। এমন কি তিনি ভগবচ্চরণারবিন্দরূপ ভেলার উপর নির্ভর করিয়া দুষ্পার ভব-পারাবার অক্লেশে গোষ্পদের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। শ্রীভগবান অচ্যুতের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত সংসারের বিষয়-সুখে বিরক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করত অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাতে যেই সকল ভক্তের চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় রজোগুণ ও তমোগুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা সত্ত্বগুণেরও বিলয় হইলে পর তিনি পরমানন্দময় নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন" * এইরূপেই ভগদ্ভক্তি দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

---

* বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেব বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবম্
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদম্
পদং পদং তদ্বিপদাং ন যেষাম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥
যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ

এতদ্ব্যতীত ভগবদ্ বিভূতি সমূহের প্রতিই বা ভক্তিরস প্রবাহ হইলে কিরূপ ফল হইবে ?—

ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি যে ভক্তি, তাহা অভ্যুদয়কারিণী। ২৩।

ভগবানের সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ নিত্য ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তি দ্বারা উন্নতি হয়। সাধারণতঃ উন্নতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা :—ইহলৌলিকক উন্নতি এবং পারলৌকিক উন্নতি। সংসারে ধন, জন ও সুখ সম্পত্তি আদি প্রাপ্ত হওয়াকে ইহলৌকিক উন্নতি, আর স্বর্গাদি উন্নত লোকে গমন পূর্ব্বক দিব্যসুখ লাভ করাকে পারলৌকিক উন্নতি বলা হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার উন্নতিই ঋষি, দেব ও পিতৃগণের প্রতি ভক্তি করিলে তাঁহাদেরই কৃপাবলে লাভ হইতে পারে। শ্রীগীতোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, "দেবযজ্ঞকারিগণ দেবলোকে এবং পিতৃযজ্ঞকারিগণ পিতৃলোকে গমন করেন। সাধারণতঃ সাধকগণ প্রায়শঃ সকাম ভাবেই সকাম কর্ম্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাদির পূজা উপাসনাদি করিয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা সকাম সাধকগণ ইহলোকে সুখ এবং মৃত্যুর

শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥

(২৩) ঋষিদেবপিতৃণাং ভক্তিরভ্যুদয়প্রদা।

পর স্বর্গাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি অতি সত্বরই হইয়া থাকে" *
এইরূপে শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে দীপ্তিমতী আহুতিগণ মধুর বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দিব্যলোকে লইয়া যাইয়া থাকেন" † ॥ ২৩ ॥

নিকৃষ্ট বিভূতি-সমূহের প্রতি রস প্রবাহের কিরূপ ফল হয় ?—

এতদন্যতর বিভূতি সকলের প্রতি যে ভক্তি, তাহা নিকৃষ্ট ॥ ২৪ ॥

ভূত, প্রেত, পিশাচ আদিতে যে ভক্তি, তাহা পূর্ব্বোক্ত ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এবং রুচির

---

* "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ"
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥

† এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন
তন্ন স্তোতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ সুরম্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

বিভিন্নতাই এইরূপ নিকৃষ্ট বিভূতি সকলের প্রতি ভক্তিভাব উদয়ের কারণ। উন্নত অধিকারী মানব নিষ্কাম ভাবে কেবল ভগবানের প্রতিই অনন্য ভক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহাতেই তাঁহারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মধ্যম অধিকারিগণ সকাম কর্ম্মপরায়ণ হইয়া অভ্যুদয়ের আশায় ঋষি দেবতা ও পিতৃগণের উপাসনা করেন;—ইহাতে তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার অধীকারই প্রশস্ত, কিন্তু অধম অধিকারী মনুষ্য স্বার্থান্ধ ও বিষয় লোলুপ হইয়া মলিন কামনা পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র বিভূতি স্বরূপ ভূত, প্রেত আদির উপাসনা করে এবং তদনুসারে তাহারা সেইরূপ ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ নিকৃষ্ট ভক্তি ও তদনুযায়ী ফল লাভ যথার্থ ধার্ম্মিক পুরুষের নিকট সর্ব্বদা নিন্দনীয় ॥ ২৪ ॥

ভক্তির দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়;—যাহার আস্বাদ পাইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ২৫।

ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তৎপর তাঁহারা তাঁহাদের আপন আপন উন্নতপদ হইতে চ্যুত হন্ না। সাধারণ অমৃত পান দ্বারাই যখন দেবতাগণ অমরত্ব লাভ করেন, তখন পরম অমৃতরূপ ভগবদ্‌ভক্তির আস্বাদন করিয়া সাধক অমর হইয়া যাইবেন, ইহাতে আর

(২৫) ভক্ত্যামৃতত্বং তদাস্বাদাদনবপাতঃ।

সন্দেহ কি ? রসস্বরূপ ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁহারই চরণকমলে লীন হইয়া সকল প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগ করায় করুণানিধান ভগবান ঐ ভক্তের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে (ভক্তকে) আপন সচ্চিদানন্দময় পরম স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—যাহাতে তাঁহার (ভক্তের) জন্ম-মরণ রূপ সংসার যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহাই সাধক ভক্তের অমরতা। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, "ভক্তির দ্বারাই ভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং এইরূপে আমার যথার্থতঃ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া অমৃতময় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" *। তরঙ্গ-মালা-সমাকুল অতল জলধিবক্ষে গমনশীল তরণীর চালক নাবিকগণ ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে যেমন কখনও দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া অনায়াসে সত্বর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন, সেই-

---

* ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশন্তি পরমংপদম্॥

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রানি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিশ্চরিত্র
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।

রূপ সংসার সাগরে কোটি কোটি জন্ম হইতে ভ্রমণশীল জীবনতরণীর পরিচালক ভক্তগণ আপন আপন হৃদয়আকাশে প্রকাশমান ধ্রুবতারারূপ (ভগবানের প্রতি) ভগবদ্‌ভক্তিরস লাভ করিতে পারিলে কদাপি সংসার সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া কুপথে গমন করত অবনতি প্রাপ্ত হন না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর উন্নত হইতে হইতে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের পরম পবিত্রধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, "শ্রীভগবানের মধুর গুণকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তের চিত্তগত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, যাহাতে ঐ ভক্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় এবং শোকআদি রহিত হইয়া নিশিদিন সেই পরম অমৃতপানে মত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

ভক্তির অপর মহিমা বর্ণন করা হইতেছে—

ভক্তিতে কোনরূপ কামনা নাই, কেননা উহা নিরোধস্বরূপা ॥ ২৬ ॥

ভক্তিযোগ সাধনের মধ্যে কামনারূপ দোষ থাকিতে

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপগাঢ়কর্ণৈ
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্‌ভয়শোকমোহাঃ ॥
ভক্তিংমুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতা মমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসো ব্রণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ কথামৃতপানমত্তঃ ॥

(২৬) অকাম্যা, সা নিরোধরূপত্বাৎ।

পারে না। কারণ ভক্তি নিরোধ স্বরূপিণী। যে কামনা দ্বারা সমস্ত কামনা নিবৃত্ত ও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাদৃশ কামনাকে কামনাই বলা যাইতে পারে না। অতএব ভক্তিযোগ সাধনের যে মুক্তি কামনা, সে কামনা কামনাই নহে। সৃষ্টির কারণ স্বরূপ বিষয় কামনা ঐ রূপ নহে; কেননা উহাদ্বারা ক্রমশঃ কামনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও এইরূপেই লিখিত হইয়াছে যে, "কামোপভোগের দ্বারা কাম উপশমিত হয় না, অধিকন্তু ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ দ্বিগুণতর রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে" *। কামনাপরায়ণ জীব কাল্পনিক আপাত-মধুরতাময় বিষয়সুখে আসক্ত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিবিধ বিষয়ে সুখ ও শান্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামিনী হওয়ায় যাবতীয় বৈষয়িক সুখ আপাত মধুর কিন্তু পরিণাম দুঃখপ্রদ ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর। সুতরাং অনবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ প্রয়াসী জীবের অনিত্য বিষয়ে সুখ লাভ হইতে পারে না। চিত্তের শান্তিই একমাত্র সুখের কারণ। স্মৃতিতেও এইরূপেই কথিত হইয়াছে যে, "বায়ুরহিত স্থানে প্রদীপ যেমন নিশ্চল, নিষ্কম্প ও স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকে অথবা সুষুপ্তিদশায় চিত্ত যেমন স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপেই যখন চিত্ত শান্ত হয়, তখনই জীবের সুখ

* ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অনুভব হইয়া থাকে” *। পরন্তু বিষয় ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় তাহাতে চিত্তের এইরূপ শান্ততা সম্ভবপর নহে; বরং বিষয় ভোগে অতৃপ্তচিত্ত পুনঃপুনঃ চঞ্চল হইয়া অনন্ত অশান্তি ও উৎকট দুঃখরাশি উৎপাদন করে। কেননা সৃষ্টির কারণীভূত বাসনার ধর্ম্ম এই যে, উহাদ্বারা অন্যান্য এতই রাশি রাশি কামনার উৎপত্তি হইতে থাকে, যাহার ইয়ত্তাও সম্ভবপর নহে। এই কথাই স্মৃতিতে এইরূপে লিখিত হইয়াছে যে, “মানুষের চিত্ত যতই বিষয়ে আসক্ত হইতে যায়, ততই চিত্তে শোক ও অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিখিল জগতে যত ধন, ধান্য, কামিনী ও কাঞ্চন আদি লোভের বস্তু আছে, তৎসমুদয় বিষয়াসক্ত কামুক এক ব্যক্তিরও তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। সুতরাং ত্যাগই পরম সুখ। মনুষ্যের হৃদয়ে তৃষ্ণারূপিণী ভীষণ নদী প্রবলভাবে উদ্বেলিত হইয়া সন্তোষরূপী সুবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করত প্রবাহিত হইয়া যায়। হৃদয়ে বদ্ধমূল যে কাম বৃক্ষ আছে, পূর্ব্বোক্ত তৃষ্ণালতা ঐ বৃক্ষের শত শত শাখা প্রশাখাকে আশ্রয় করিয়া হৃদয়কাননে বিলাস বিস্তার করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে মনোরূপ মৃগ কখনও শান্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেবল যখন সাধকের চিত্ত প্রসন্নতা সহকারে ভগবানের অভয়পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই ভগবানের কৃপায় উক্ত সাধকের চিত্তগত সকল কামনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

* লক্ষণন্তু প্রসাদস্য যথা স্বপ্নে সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো ন কম্পতে॥

এবং তাঁহার প্রশান্তচিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ ও অধ্যাত্মপ্রসাদের উদয় হইয়া থাকে" † জীব যে পরমানন্দ সত্তার ছায়াস্বরূপ বিষয়সুখের আশায় উন্মত্ত হইতেছিল, উক্ত ছায়াসুখের পরিবর্ত্তে যদি জীবের যথার্থ আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে, তবে চিত্তে তুচ্ছ বিষয় বাসনা থাকিবে কেন? এই জন্যই শ্রীভগবান গীতায় * বলিয়াছেন যে, "আহার শূন্য মানবেরও বিষয় ব্যাপার নিবৃত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা চিত্তস্থিত মূলীভূত বাসনার নিবৃত্তি হয় না। কেননা মানুষ নিরাহার হইলেও তাহার অন্তঃকরণের কামনাবীজ নষ্ট হয় না; অতএব পুনরায় আহার করিলে ঐ সুপ্ত বাসনাবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে;

† যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতিমত্বা শমং ব্রজেৎ॥

তৃষ্ণানদী সারতরপ্রবাহ-
গ্রস্তাখিলানন্ত-পদার্থ-জাতা।
তটস্থ-সন্তোষ-সুবৃক্ষ-মূল-
নিকাশদক্ষা বহতীহ লোকে॥
তৃষ্ণালতাকাননচারিণোঽমী
শাখাশতং কামমহীরুহেষু।
পরিভ্রমন্তঃ ক্ষপয়ন্তি কালং
মনোমৃগা নো ফলমাপ্নুবন্তি॥

চিত্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥

* বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

কিন্তু যখন ভক্তের চিত্ত ভগবানের চরণকমলে লীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কামনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি মনোনাশ—তত্ত্বজ্ঞান—পরমানন্দময় নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকেন"। কেননা তিনি পরাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপেই শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যখন সাধকের চিত্তগত সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই তিনি পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়স্থিত কামনাগ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষীণ ও সর্ব্ব প্রকার সংশয় জাল দূরীভূত হইয়া যায়" † স্মৃতিতেও ইহা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে যে, "ভক্তের চিত্ত যখন ভগবানের প্রতি একান্ত রতিযুক্ত হয়, তখন তাঁহার আর কোন কামনা থাকে না; সুতরাং বাসনা-শূন্য, সমাধিশুদ্ধ ঐ অন্তঃকরণে অদ্বিতীয় পরমানন্দ সত্তার অনুভব হইয়া থাকে; এবং সেই ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা প্রাকৃতিক সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় আত্মারাম হইয়া যান" ‡ এই জন্য ভক্তি কামনা বা মুক্তি কামনা কখনও কামনা-

† যদা সর্ব্বেপ্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

‡ মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মবীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥

পদবাচ্য হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

পুনরায় ভক্তির বিশেষতা বর্ণন করা হইতেছে—

ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা হওয়ায় (উহা) সর্ব্বফলপ্রদা। ২৭।

ভগবদ্ ভক্তির দ্বারা সাধক সকল প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা ভক্তি স্বয়ংই ফলরূপিণী। ভক্তিই সমস্ত সাধনার ফল। কারণ জন্ম জন্মান্তর কৃত তপস্যা দ্বারা যখন চিত্তের সমস্ত মল বিদূরিত হয়, তখনই ভগবানের কৃপায় সাধকের নির্ম্মল চিত্তে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের করুণারূপ মলয় পবন অহোরাত্র চিরকাল সর্ব্বত্র সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু যখন মনোরূপ তরণী ভক্তিরূপ পক্ষ বিস্তার করে তখনই জীব ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভক্তি লাভ বহু জন্মের অনুষ্ঠিত তপস্যা দ্বারাই হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "সহস্র সহস্র জন্মার্জ্জিত তপ, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়" *। এতাদৃশ ভক্তি লাভ করিলে

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখ-দুঃখবাহে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥

(২৭) স্বয়ং ফলরূপত্বাৎ সর্ব্বফলপ্রদা।

* জন্মান্তরসহস্রেষু তপোধ্যানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

পর সাধক ক্রমশঃ অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে পরমানন্দময় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রূপে স্মৃতিতে আরও লিখিত আছে যে, "ভগবানের প্রতি ভক্তি দ্বারা সাধকের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হয়; কর্ম্ম-সমূহের বীজ সকল নষ্ট হয়, এবং সংসার চক্রের আবর্ত্তনগতি নিবৃত্ত হইয়া যায়। আনন্দময় ভগবানের সাক্ষাৎকার হওয়ায় সাধকের অনুপম সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে" *। এতদ্ব্যতীত গীতোপনিষদে ভগবান বলিয়াছেন যে, "ভক্তি-দ্বারাই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন,—যে পদ সকল পুরুষার্থেরই চরম ফল ও মনুষ্য-জন্মের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য, যে পদ প্রাপ্ত হইলে সাধকের আর কিছু লাভ করিবার অবশেষ থাকেনা,- যাহা প্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষা অন্য কিছুই প্রিয় লভ্য বলিয়া মনে হয়না, যে পদ প্রাপ্ত হইলে, যে সচ্চিদানন্দময় পরম পদে অবস্থিতি করিতে পারিলে, প্রারব্ধকর্ম্মজনিত তীব্র সংস্কার বেগ,- তীব্র দুঃখ রাশিও ভক্ত সাধককে অনুমাত্র বিচলিত

---

* তদা পুমান্মুক্ত-সমস্ত-বন্ধন-
স্তদ্ভাব-ভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেতাধোক্ষজম্॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্র-শাতনম্।
তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা—
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥

করিতে পারেনা, ভক্ত সাধক ভক্তিদ্বারা সেই পরমশান্তিময় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন” *। অথবা এইরূপে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, “বিশাল সমুদ্রে স্নান করিলে যেমন ক্ষুদ্র কূপ তড়াগাদিতে স্নান করার ফল তো হয়ই, অধিকন্তু সর্ব্বতোব্যাপ্ত সমুদ্রে অবগাহন দ্বারা সমধিক শান্তি লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ সকাম সাধনার দ্বারা তত্তৎ লোকাদির প্রাপ্তিজন্য সকাম সাধক যে পরিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করে, নিষ্কাম সাধন লভ্য ব্রহ্মপদে ঐ সকল পরিচ্ছিন্ন আনন্দের অন্তর্ভাব তো আছেই, অধিকন্তু ব্রহ্মানন্দ অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ সিন্ধুতে নিমগ্ন ভক্ত নিরতিশয় অনুপম আনন্দ সর্ব্বদাই উপভোগ করিয়া থাকেন” †। এই সিদ্ধান্তেরই সাক্ষীরূপে শ্রুতিও জলদগম্ভীর নিনাদে বলিতেছেন—“ভূমানন্দের সত্তা কেবল ব্রহ্মেই বিদ্যমান, যাহা একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর বিষয়বিমুগ্ধ জীব ঐ ব্রহ্মানন্দের ছায়া মাত্রই উপভোগ করিয়া থাকে” ‡। এই জন্যই সাধনার মূল ও ফলরূপিণী ভক্তি

---

* ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

† যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

‡ “আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ,” “এষোঽস্য পরমানন্দোন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামুপজীবন্তি”।

সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত উপনিষদেও লিখিত আছে যে, "ভক্তিদ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে সাধকের হৃদয়স্থ গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত ও নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। তাঁহার চিত্তের প্রারব্ধবেগে, ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিরূপে আশ্রিত সদিচ্ছা সকল তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে" †। ইহাই পরাভক্তির সর্ব্বফলদাতৃত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ॥ ২৭ ॥

সম্প্রতি ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করা হইতেছে—

ভক্তি জ্ঞান নহে, কেননা শত্রুর ও ত জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহার প্রতি কখনও ভক্তি হয় না। ২৮।

ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি, এই দুইটী এক বস্তু নহে; জ্ঞানের সহিত ভক্তির এমন কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, যাহাতে জ্ঞান হইলেই ভক্তিও আসিয়া যাইবে। কেননা সংসারে এরূপ দেখা যায় যে, শত্রুর বিষয়ে মানুষের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ও তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও

† ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাং—
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥

(২৮) নাসৌ জ্ঞানং, জ্ঞানসত্ত্বেঽপি দ্বিষতস্তদসত্ত্বাৎ।

ভক্তি বা প্রীতি হয়না। ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা জ্ঞানসাপেক্ষ নহে, ইহাতে চিত্তের প্রেম ভাব, হৃদয়ের একতানতা এবং দীনবন্ধু ভগবানের দয়াই একমাত্র অবলম্বন। স্মৃতিতে ও এইরূপে লিখিত আছে যে "যে ভক্তির দ্বারা শরীর, মন ও আত্মা পবিত্র হইয়া সাধককে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করে, তাদৃশ ভক্তির বিকাশ জ্ঞানের দ্বারা হয় না; ঐ ভক্তির প্রকাশ প্রাণের স্পন্দনে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুলকে, হৃদয়ের আর্দ্রতায় এবং নয়নের আনন্দাশ্রু-ধারায়" *। ইহাই হৃদয় বিহারিণী ভক্তির মাধুরী॥ ২৮॥ ভক্তির উন্নত ভাব বর্ণিত হইতেছে—

পরাভক্তি, স্বরূপ জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র ।২৯।

পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান আর পরাভক্তি একই বস্তু। 'তটস্থ' ও 'স্বরূপ' ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। 'তটস্থ' জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপী 'ত্রিপুটী' বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ উক্ত দশায় জ্ঞাতা সাধক, জ্ঞানরূপ ব্যাপার এবং জ্ঞেয় পরমাত্মা এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের বিদ্যমানতা সত্ত্বে আত্মার উপলব্ধি হয়।

---

* কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥
ময়ি প্রেমাকুলবতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্‌গদনিস্বনঃ॥

(২৯) স্বরূপজ্ঞানাপরপর্য্যায়া সা।

অতএব পরাভক্তি আর 'স্বরূপ' জ্ঞান একই বস্তু, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, ভগবানের সুমধুর গুণকীর্ত্তনে একান্ত রত ভক্তসাধক ভগবানেই আত্মনিবেদন করত অহঙ্কার রহিত হইয়া ধীরে ধীরে দেহে আত্ম-অধ্যাস শূন্য হইয়া যান এবং এইরূপে আত্মারাম হইলে সাধকের চিত্ত হইতে 'তটস্থ' ভাবের বিলয় হওয়ায় তিনি নিখিল জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান্ না; ইহাই পরাভক্তির অবস্থা। এই দশার সহিত 'স্বরূপ জ্ঞান দশা' 'নির্ব্বিকল্প সমাধি দশা' ও 'পরাবৈরাগ্য দশার' বস্তুত কোনই ভেদ নাই"*। যেই ভগবৎ-সাধকের উপরোক্ত দশা প্রাপ্তি হয়, তিনি শাস্ত্রে 'ভাগবতোত্তম' বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়েন। এইজন্যই স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, "ভক্ত সকল ভূতে সচ্চিদানন্দরূপ ভগবদ্ ভাব এবং প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় ভগবানেই নিখিল চরাচর জগৎ দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হ'ন"†। ইহাই জ্ঞান ও ভক্তির সাম্য দশা ॥ ২৯ ॥

---

* উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহংকারাদি-রহিতো-দেহতাদাত্ম্য-বর্জ্জিতঃ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরাভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাস্তদতিরিক্তং তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥
ইত্থং জাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর-তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

পরাভক্তির অবস্থায় স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে কি হয় ?—

উহার উদয়ে তটস্থ জ্ঞানের লয় হয় ।৩০ ॥

ভক্তির পরা অবস্থায় স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তটস্থ জ্ঞানের তিরোভাব হয়। বৈধী এবং রাগাত্মিকা নামক গৌণ ভক্তির যে দুইটী ভেদ আছে, ঐ দুইএর সহিত তটস্থ জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ বৈধী ভক্তির প্রথম দশা হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির তন্ময়াসক্তি পর্য্যন্ত সব অবস্থাতেই ধ্যেয় এবং ধ্যাতার পৃথক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। পরন্তু পরাভক্তির অবস্থায় স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের আর দ্বৈত ভাব থাকেনা; কেবল অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ভাবেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে বিভিন্নতা দূর হওয়ায় সাধকের স্বরূপে স্থিতি হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 'যে পর্য্যন্ত তটস্থ জ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈত জ্ঞান থাকে' সে পর্য্যন্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে ভেদ থাকে এবং যখন তটস্থ জ্ঞানের লয় হইয়া স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দ্বৈত ভাবের সম্পূর্ণ লোপ হওয়ায় অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে সাধকের স্থিতি হয়* ॥৩০॥

জ্ঞান অপেক্ষাও ভক্তির বিশেষতা বর্ণিত হইতেছে—

ভক্তি জ্ঞানের ন্যায় অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠান সাধ্য নহে। ৩১ ॥

জ্ঞানের মত অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। যেরূপ

তদাবির্ভাবাত্তটস্থ-জ্ঞান-লয়ঃ ।৩০।

* যত্র হি দ্বৈতমেব ভবতি, যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ; যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, শ্রবণ, মনন আদি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলে তটস্থ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ভক্তি সেরূপ নহে। জ্ঞানের সাধক সম্বন্ধে শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে, গুরুর প্রতি প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইতে পারে *। এইরূপ শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের হেতু তিন প্রকার—শ্রুতি বাক্য হইতে শ্রবণ, শ্রুত বিষয়ের মনন এবং মননানন্তর ঐ সকলের ধ্যান অর্থাৎ অনুভূতি†। পরন্তু ভক্তি লাভের উপায় এ সকল নহে। ভক্তি কেবল ভগবানের কৃপাবলেই লব্ধ হইয়া থাকে। যদিও বৈধী ভক্তির সময় অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়া থাকে তথাপি বৈধী হইতে রাগাত্মিকা এবং রাগাত্মিকা হইতে পরা এইরূপে উভয়বিধ ভক্তির সন্ধিস্থলে কেবল ভগবৎ কৃপারই অলৌকিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থাৎ বৈধী দশায় বিধিগুলির অনুষ্ঠান করিলেই যে, রাগাত্মিকা ভক্তি লাভ হইবে এবং রাগাত্মিকা ভক্তির সাধন পূর্ণ হইলেই যে, পরাভক্তির প্রাপ্তি হইবে, এরূপ নহে। বৈধী হইতে রাগাত্মিকা দশায় আসিতে হইলে ভগবানের কৃপা ব্যতীত সাধক আসিতে পারিবেন না। সেইরূপ রাগাত্মিকা হইতে পরাভক্তির দশায় আসিতে হইলে ভগবানের কৃপার আবশ্যকতা হইবে। এইজন্যই শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, আত্মা শব্দ বা বুদ্ধির দ্বারা লভ্য নহেন, যাঁহার প্রতি আত্মা কৃপা করেন, তাঁহার নিকটেই নিজের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রকটিত করেন‡॥ ৩১॥

নানুষ্ঠাত্রনুষ্ঠান বিষয়া জ্ঞানবৎ। ৩১।

* তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

† শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন-হেতবঃ॥

‡ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

পাত্রাপাত্র বিচারের অপ্রয়োজনীয়তা হেতু ভক্তির বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

ভক্তি সকলেরই আশ্রয়, এজন্য জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী সকলেই ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৩২॥

জ্ঞানী হউক বা অজ্ঞানী হউক সকলেই ভক্তি দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে; কারণ ভক্তি সকলেরই আশ্রয় স্থল। যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডে আর্য্য অনার্য্য, চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম, স্ত্রী, পুরুষ আদি ভেদ অনুসারে অধিকারী নির্ণয়ের আবশ্যকতা হইয়া থাকে অথবা যেরূপ জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইবার পূর্ব্বে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হয়, এরূপ কোন বিধি ভক্তির মধ্যে নাই। সমদর্শী করুণাসিন্ধু ভগবানের চরণ-সরোরুহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্ত্রী পুরুষ, বালবৃদ্ধ, আর্য্য অনার্য্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেরই সমান অধিকার। এরূপ স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, অজ্ঞানী এবং বিষয়াসক্ত মনুষ্যও যদি ভক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইয়া উন্নতি হইয়া থাকে। ভগবদ্‌বিষয়িণী ভক্তি চণ্ডালকেও পবিত্র করিয়া মুক্তিপথের অধিকারী করিয়া থাকে *। ভক্তি অধিকারী নির্ব্বিশেষে অখিল জীবের পরামাশ্রয় ॥ ৩২ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠেতরয়োস্তল্লাভঃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ ।৩২ ।

* বাধ্যমানোঽপি মদ্‌ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

ভক্তি সকল সাধনের মূল, এজন্য ইহার বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

নিখিল সাধকের অপেক্ষিত্ব হেতু ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ৩৩॥

যে প্রকারই সাধক হউক না কেন, সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সকলকেই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এজন্য ভক্তি শ্রেষ্ঠতমা। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, যে প্রকার জল সমস্ত সংসারের জীবন স্বরূপ, সেইরূপ ভক্তিও সমস্ত সিদ্ধির জীবন স্বরূপিণী*। কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ অথবা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, প্রবৃত্তি মার্গসেবী গৃহী অথবা নিবৃত্তি পথচারী সন্ন্যাসী যিনি যে প্রকারেরই সাধক হউন না কেন, সাধনমার্গে ধীরতা, স্থির ধারণা এবং তীব্রসংবেগ লাভ করিবার জন্য সকলেরই ভগবদ্ ভক্তির আবশ্যকতা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে লিখিয়াছেন যে, 'তীব্রসংবেগানামাসন্নতমঃ' অর্থাৎ চিত্তের তীব্রসংবেগ স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে আসন্নতম উপায়। ভক্তির দ্বারাই সাধক এই সংবেগ লাভ করিতে পারেন। স্মৃতিতেও লেখা আছে যে, যে প্রকার অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক মাতার দর্শনেচ্ছা করে, যে প্রকার ক্ষুদ্র বৎস অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতৃ-স্তন্য-পানের ইচ্ছা করে, যে প্রকার বিষণ্ণা সতী স্ত্রী প্রবাসগত স্বীয় পতির দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ যখন

সা পরার্দ্ধ্যা নিখিল সাধকাপেক্ষিত্বাৎ। ৩৩।

* যথা সমস্ত-লোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্ত-সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥

সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি তীব্র দর্শনাকাঙ্ক্ষা হয়, তখনই তাঁহার দর্শন লাভ হইয়া থাকে†। সাধকের মনে এরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, এজন্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৩৩ ॥

ভক্তির সার্ব্বভৌমতা দেখাইয়া বিশেষত্ব বর্ণন করা হইতেছে—

ভক্তি ধর্ম্মের সকল অঙ্গেরই সহায়িকা।৩৪।

ভক্তি অখিল ধর্ম্মাঙ্গের সহকারিণী। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, যজ্ঞ, তপ, দান আদি ধর্ম্মের সকল অঙ্গেরই পূর্ত্তির জন্য ভগবদ্‌ভক্তি অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অনুরাগ ভিন্ন কাহারও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। এই অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া ধার্ম্মিক জনের চিত্তে ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবদ্‌ভক্তিই প্রধান সহায়ভূতা। ইহাও ভক্তির অন্যতম মহিমা ॥৩৪॥

পাপ নাশকত্ব হেতু ভক্তির বিশেষতা বর্ণিত হইতেছে—

ভক্তি সামান্য উদিত হইলেও মহাপাপ বিনষ্ট হয়। ৩৫ ॥

স্বল্পমাত্র ভক্তির উদয়েই মহাপাপ নাশ হইয়া থাকে। ভক্তির ইহা এক অপূর্ব্ব মহিমা যে, মহান্ পাপীও ভগবদ্-ভক্তি লাভ করিলে পাপ শূন্য হইয়া পুণ্যময় অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপ স্মৃতিতেও লেখা আছে যে, ভক্তিযুক্ত

† অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥
সর্ব্বধর্ম্মাঙ্গ প্রপন্না চ।৩৪।
লঘূদিতায়ামপি মহাকল্মষহানম্। ৩৫।

হইয়া নিশিদিন ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশ হয়, সেইরূপ চিত্তের সমস্ত মল অপসৃত হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি, শান্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে*। যেরূপ জ্ঞানদশায় অজ্ঞানের চিহ্ন-মাত্রও থাকে না, সত্ত্বগুণের উদয় হইলে তমোগুণ বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রকার ভগবানের প্রতি পবিত্র অনুরাগের উদয় হইলে পাপ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও আছে যে, যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ককাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভগবদ্‌ভক্তি পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। যে প্রকার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সুবর্ণ নির্ম্মল ও প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার জীব ভগবদ্‌ভক্তিলাভে মলিন কর্ম্ম সংস্কারচ্যুত হইয়া অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হয়। ভক্তি দ্বারা পুলকিতাঙ্গ, দ্রবীভূত চিত্ত ও আনন্দাশ্রু বিগলিত না হইলে জীবের আন্তরিক পবিত্রতা হয় না।† সমাধির দ্বারা চিত্তের

---

* সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবোবাসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষম্
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
অধিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিম্
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগ-যুক্তম্॥

† যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধ বৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তি যোগেন ভজত্যথোমাম্॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

সাম্য বিধান হয়, এজন্য সমাধির উদয়ে চিত্তের বৈষম্যভাব সমূলোন্মূলিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তির সহিত পরমানন্দ-পদের সম্বন্ধ থাকাতে সামান্য ভক্তির উদয়েই নিরানন্দময় পাপরাশি বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ভক্তি সকল জীবের হিতকারী, এইজন্য ইহার বিশেষতা বর্ণিত হইতেছে—

নীচ যোনিগত মনুষ্যও ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। পরম্পরা বিচারে সকল ভক্তই সমান। ৩৬ ॥

ভক্তির ইহা একটি বিশেষ মহিমা যে, অত্যন্ত অধম জাতীয় মনুষ্যও ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। কারণ পরম্পরা রূপে সকল ভক্তই সমান। নীচযোনি হইলেও পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে যদি কাহারও চিত্তে ভগবানের প্রতি অনুরাগের উদয় হয়, তবে কে তাহাকে পরাভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে? শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, 'অত্যন্ত দুরাচারীও যদি একান্তরতি যুক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সাধু বলিয়া মাননীয় হইবে; তাহার দুরাচারিতা নষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। আমাকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত পাপযোনি স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্র পর্য্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে'*। সমদর্শী পরমকৃপালু ভগবান্

অন্ত্যজযোনিরপ্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যম্। ৩৬।

* অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্-ব্যবসিতো হি সঃ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

তাঁহার সকল ভক্তকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সমতা-বুদ্ধির নাশ হইলে পরম প্রেমদা ভক্তির স্বরূপ নষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তির বৈধীদশায় শীলাদি দ্বারা, রাগাত্মিকা দশায় প্রেম-সাম্যভাবের দ্বারা এবং পরা দশায় সমতাবুদ্ধি দ্বারা এই সমতা ও সমদৃষ্টিতার বিকাশ হইয়া থাকে ॥৩৬॥

বিধি নিষেধ আদি দূর করিবার শক্তি হেতু ভক্তির বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

অনুভব হইলে বিধি নিষেধ থাকেনা। ৩৭।

ভক্তিভূমিতে অগ্রসর হইয়া সাধক যখন অন্তে পরাভক্তি দশায় উপনীত হন, তখন তিনি বিধি নিষেধ অতিক্রম করিয়া থাকেন। বিধি অথবা নিষেধ, কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য এ সকল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি রাজ্যের বস্তু। তটস্থ জ্ঞানদশায় এ সকল অবশ্য থাকে। কিন্তু সাধক পরাভক্তি প্রাপ্ত হইলে নিস্ত্রৈগুণ্য পদবী লাভ করত প্রকৃতির রাজ্য অতিক্রম করেন। এজন্য জীবন্মুক্তি দশায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বা বিধি নিষেধ থাকেনা। এরূপ স্মৃতিতেও আছে "জ্ঞানদশায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম ত্যাগ হয়, সত্য অসত্য ত্যাগ হয় এবং যাহা দ্বারা এ সকলের ত্যাগ হয় তাহাও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অসঙ্কল্পের দ্বারা ধর্ম্ম, অলিপ্সা দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্যাসত্য ত্যাগ করিয়া পরমপদে স্থিতিলাভ করত বুদ্ধিকেও ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে জীবন্মুক্ত ভক্ত রজস্তমোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা দমন করিয়া নির্ব্বিকল্প-সমাধিদশা-গত সাম্যভাব অবলম্বন করত

বিধিনিষেধাগোচরত্বমনুভবাৎ। ৩৭।

সত্ত্বগুণকেও দমন করেন *।" এ সময় যদি চ লোকশিক্ষা ও বুদ্ধিভেদ নিবারণ জন্য তিনি আচার অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনও প্রকার অপলাপ করেন না, কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে যে "শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আচরণ দেখিয়াই সাধারণ মনুষ্যগণ নিজ নিজ আচরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন †।" তথাপি বাস্তবতঃ সমাধিদশায় পরমানন্দ-সমভাব-বিরোধী কোন প্রকার বৈষম্য-ভাব না থাকায় তিনি বিধিনিষেধ সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়া থাকেন। "বিধিনিষেধ তাঁহার তখন কিঙ্কর হইয়া থাকে ‡।" এইরূপ স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানী জীবন্মুক্ত ভক্ত অন্তঃকরণে ভেদ ভাব না থাকিলেও লোক শিক্ষার জন্য দ্বৈত ভাবানুকূল উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। স্ফটিকমণির মত নিজে স্বচ্ছ থাকিয়া অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। "তিনি বালকের নিকট বালক, বিদ্বানের নিকট বিদ্বান্, গায়কের নিকট গায়ক, বীরের নিকট বীর, শাস্ত্রজ্ঞের নিকট শাস্ত্রজ্ঞ, সিদ্ধের নিকট সিদ্ধ, সৎপুরুষের নিকট সৎপুরুষ, প্রৌঢ়ের নিকট প্রৌঢ়, মৌনীর নিকট মৌনী, গুণীর নিকট গুণবান্, পণ্ডিতের নিকট পণ্ডিত, দীনের নিকট দীন,

---

* ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥
ত্যজ ধর্ম্মমসংকল্পাদধর্ম্মং চাপ্যলিপ্সয়া।
উভে সত্যানৃতে বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং পরমনিশ্চয়াৎ॥
"রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ"

† যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

‡ "সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ"

ভোগীর নিকট ভোগী, বক্তার নিকট বক্তা, অধিক কি, সেই পরম ধন্য ত্রিভুবন বিজয়ী মহাপুরুষ অবধূতের নিকট অবধূত হইয়া সমস্ত সংসারের জীবকে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে উন্নত করত ক্রিয়ার দ্বৈততা রাখিয়াও সর্ব্বদা ভাবে অদ্বৈততা অবলম্বন করত বিধি নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন*"॥ ৩৭ ॥

ভক্তি সকল দশাতেই ফলবতী হইয়া থাকে এজন্য ইহার বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

ভাব দৃঢ় না হইলেও সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮।

ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট সাধক ভক্তিভাবের দৃঢ়তা প্রাপ্ত না হইলেও সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি ভক্তিপ্রাপ্ত হইয়াও যিনি প্রারব্ধবশে অথবা অন্যকারণে পরা-ভক্তি প্রাপ্ত না হন, ভক্তির এরূপ মহিমা যে তিনি পূর্ণ না হইলেও পতিত হন না। তাঁহার ইষ্টদেবের লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে শাস্ত্রে প্রধানতঃ দ্বিবিধ গতি কথিত হইয়াছে। এক সহজগতি, দ্বিতীয়

---

* বালে বালা বিদুষি বিবুধা গায়কে গায়কেশাঃ।
শূরে শূরা নিগমবিদি চাম্নায়লীলাগৃহাণি॥
সিদ্ধে সিদ্ধা মুনিষু মুনয়ঃ সৎসু সন্তো মহান্তঃ।
প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়াঃ কিমিতি বচসা তাদৃশা যাদৃশেষু॥
মৌনে মৌনী গুণিনি গুণবান্ পণ্ডিতে পণ্ডিতোঽসৌ।
দীনে দীনঃ সুখিনি সুখবান্ ভোগিনি প্রাপ্তভোগঃ॥
মূর্খে মূর্খো যুবতিষু যুবা বাগ্মিষু প্রৌঢ়বাগ্মী।
ধন্যঃ কোঽপি ত্রিভুবনজয়ী যোঽবধূতেঽবধূতঃ॥

অবিপক্কভাবানামপি তৎসালোক্যম্। ৩৮।

ক্রমোর্দ্ধগতি। যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত অর্পণ করত ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া চরমে পরাভক্তি দশায় উপনীত হইয়া জ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা সহজ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মুক্তি সংসারেই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন যে "তাঁহাদের প্রাণ উর্দ্ধে গমন করে না এখানেই স্বকারণে লীন হইয়া যায়*।" এইরূপ স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে যে "ইহলোকেই যাঁহার প্রত্যগাত্মার জ্ঞান হয় তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করেনা, তাঁহার "অহং মম" এই অবিদ্যা গ্রন্থি মোচন হইয়া জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আত্মার সচ্চিদানন্দ সত্তা সকল জীবের হৃদয়েই নিহিত আছে। ভ্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ কণ্ঠদেশে হার থাকিলেও তাহা ভুলিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে, সেইরূপ অবিদ্যা গ্রস্ত জীব অন্তঃকরণে আত্মার সত্তা বুঝিতে না পারিয়া সংসার পঙ্কে নিমগ্ন হয়। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় জ্ঞান সর্ব্বভূতে বিরাজমান, কেবল শুদ্ধান্তঃকরণরূপ মথন দণ্ডের দ্বারা মথন করিতে পারিলেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া ইহলোকেই বিদেহমুক্তি লাভ হইয়া থাকে†।" কিন্তু প্রারব্ধবশে যাঁহার ভাগ্যে সহজ

---

* ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে।

† স্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা—
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥
ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্দৃগতপ্রত্যগাত্মনঃ।
মম সংবিৎপরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন॥
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ।

গতি লাভ হয়না তিনি শরীর ত্যাগের সময় নিজ ভাবের দৃঢ়তা অনুসারে শ্রেষ্ঠ দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাকে সালোক্য মুক্তিও কোন কোন মতে বলা হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় লিখিয়াছেন যে, "মৃত্যুর সময় চিত্তে যেরূপ ভাবনা লইয়া সাধক শরীর ত্যাগ করেন ভাবের দৃঢ়তা অনুসারে তাঁহারা সেই লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে*।" ইহাই শাস্ত্রে উত্তরায়ণ গতি অথবা ক্রমোর্দ্ধগতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই গতি অনুসারে কোন ভক্ত বিষ্ণুলোক কেহ বা ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বিবিধ লোকে বাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, "এরূপ মহৎ পুরুষের প্রাণত্যাগের সময় হৃদয়াগ্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া চক্ষু, মস্তক অথবা অন্য কোন ঊর্দ্ধ-দেশ দিয়া প্রাণ বহির্গত হয়। ঐ সময়ে তত্তল্লোক হইতে দিব্য পুরুষগণ অথবা আহুতিগণ আসিয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তাঁহাকে উপরে লইয়া যান†।" তাঁহার উপরে যাইবার ক্রম

কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্তু তিরোহিতম্॥
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে।
ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্॥
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন॥

* যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

† তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥
তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা
নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ।
অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেবো রশ্মিভিরূর্দ্ধ্বমাক্রমতে।

শ্রুতিতে অদ্ভুত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা "সেই ভক্তদেবযান পথে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্নিলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক অতিক্রম করত অবশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। এই ব্রহ্মলোকের জীব অন্য প্রকার, সেখানকার হ্রদ, নদী, বৃক্ষাদি সকলই অন্য প্রকার। তথায় ভক্ত ব্রহ্মার সহিত আনন্দে বাস করিয়া মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্মার আয়ুর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেহ মুক্তি লাভ করত ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন*। এইরূপে স্মৃতিতে দেবীলোক এবং বিষ্ণুলোকেরও যথেষ্ট বর্ণন পাওয়া যায়। দেবীলোকের বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে "ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেও প্রারব্ধ মন্দ হওয়ায় যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না সেই ভক্ত মণিদ্বীপে গমন করিয়া থাকেন।

য যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি। অথৈতৈরেব রশ্মিভি রূর্দ্ধমাক্রমতে। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরস্বতো বসন্তি তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা চ ব্যুষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যুষ্টিং বাশ্নুতে তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি। তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মলোকং গময়তি। ব্রহ্মলোকাদ্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরস্বতো বসন্তি।।

* স এতং দেবযানপন্থানমাসাদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতি
স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স আদিত্যলোকং
স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং
তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য অয়োহ্রদো মূহূর্ত্তো
যেষ্টিহা বিরজা নদীল্যো বৃক্ষস্তত্র স আগচ্ছতি
বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি স এষ বিমুক্তকতো
বিমুক্তকতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রেতি।
ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চয়ে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।।

তথায় ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হন। এই মণিদ্বীপে ভক্ত ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করত বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন*।" এইরূপে বিষ্ণু লোকের বিষয়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, "তথায় সকলেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী এবং নিস্কাম ভাবে ভগবচ্চরণ সেবী। সত্ত্বস্বরূপ ধর্ম্ম তথায় কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বিরাজমান। তথাকার উদ্যান কল্পবৃক্ষে পূর্ণ, সকল ঋতুতেই সমান শোভা ধারণ করে নিঃশ্রেয়স ফল প্রদান করে। অনন্ত ভোগ্য বস্তু থাকাতেও সকলেই বৈরাগ্যবান, নিশিদিন ভগবানের গুণগানে প্রবৃত্ত। পারাবত, কোকিল, চক্রবাক আদি বিহঙ্গগণ সুতানে ভগবানের কীর্ত্তি কলাপ বর্ষন করে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী তাঁহার ভবনে গৃহমার্জ্জন করিয়া থাকেন†।" এইরূপ ত্রৈলোক্য মোহন বিষ্ণুধামে ভক্ত

---

* ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি॥
তত্র গত্বাঽখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চার্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ভবেন্নগ॥
তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্জ্ঞানান্মুক্তির্ন চান্যথা।

† বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ;
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥
যত্র চান্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ॥
যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তু শ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥
বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাম্
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ॥
পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক—
দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ।

আপ্রলয় নিবাস করিয়া অন্তে পরমপদে বিলীন হন। ইহাই অবিপক্বভক্তি সাধকের সালোক্য লাভ ॥ ৩৮ ॥

অবিরোধ গতি হেতু ভক্তির প্রাধান্য বর্ণিত হইতেছে—

ক্রমের আবশ্যকতা হয় না। ৩৯ ॥

ভক্তিলাভের জন্য সাধনের কোন ক্রম-নিয়ম নাই। ইহা ভক্তির অন্যতম বিশেষত্ব যে, যেমন অন্যান্য সাধনমার্গে ক্রমের বিধি আছে ভক্তিমার্গে তাহা নাই। যদিচ গৌণাভক্তি ক্রিয়া সাধ্যা, এবং উপাসনাকাণ্ডের প্রাণ স্বরূপ যোগের দ্বারা ভক্তির সহায়তা হইয়া থাকে। যদ্যপি কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়া সমূহ এবং জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ববিচার দ্বারা পরম্পরারূপে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, তথাপি কর্ম্মকাণ্ডে, যোগ বা জ্ঞানমার্গে যে প্রকার সাধনবিধির ক্রম আছে ভক্তিমার্গে সেরূপ নাই। আনন্দকন্দ ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত ভক্ত অলৌকিকভাবে বিধিবন্ধন অতিক্রম করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন ॥ ৩৯ ॥

কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥
মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধের্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥
শ্রীরূপিণী কণয়তী চরণারবিন্দং
লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা।
সংলক্ষ্যতে স্ফাটিকভূত্য উপেতহেম্নি
সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥

ক্রমানুপপত্তিশ্চ। ৩৯।

অতঃপর ভক্তি বিষয়ে আত্মানন্দপরায়ণ মহর্ষিগণের মত-ভেদ বর্ণিত হইতেছে—

ভেদভাব হেতু কেহ কেহ ভক্তিকে ঐশ্বর্য্য-পদা বলেন। ৪০।

কোন কোন ভক্ত মহর্ষি ভগবানের সহিত ভেদ বিচারে ভক্তিকে ঐশ্বর্য্যপদা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। এইমতের আচার্য্য ভৃগু, কশ্যপ, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ। ভক্তির উন্নতদশায় তন্ময়-ভাব প্রাপ্ত হইয়াও অনেকে ভেদ বুদ্ধিতে ভগবানের সাধনা করিতে ও তাহা হইতে আনন্দ লাভ করিতে চান। তাঁহারা সেই পরমপুরুষের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করত তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবানের গুণ বর্ণন করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। ভগবানের লীলা বিচারে মুক্তি-দশাতে সাংখ্যবিজ্ঞান অনুসারে অবস্থাদ্বয় প্রতিভাত হইয়া থাকে। কারণ সাংখ্য ভূমিতে সিদ্ধি লাভ করত পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও প্রকৃতির অস্তিত্ব হেতু ব্যষ্টিজ্ঞান নষ্ট হয় না, এজন্য ভেদভাব বিদ্যমান থাকে। এইরূপে ভেদভাব অবলম্বন করত পূর্ণভক্ত ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য-সমূহের বর্ণন করিতে করিতে তাঁহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। ইহারই নাম ঐশ্বর্য্যপদা ভক্তি ॥ ৪০ ॥

কেচিদৈশ্বর্য্যপদাঃ ভেদাৎ। ৪০।

মতান্তরে—

সমতা হেতু অন্যে ভক্তিকে আত্মৈকপরা বলেন।৪১।

কোন কোন মহর্ষি ভক্তিকে আত্মৈকপরা বলেন, কারণ তাঁহাদের শুদ্ধবুদ্ধি ভেদভাব পরিত্যাগ করত সমতা অবলম্বন করে। এইমতের আচার্য্য বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, বেদব্যাস, আদি মহর্ষিগণ। ইঁহাদের মতে নির্ব্বিকল্পসমাধিদশায় যখন পরা-ভক্তি লাভ হয়, তখন ভক্ত অদ্বৈতভাবের উদয়ে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এ সময় ভক্তের সহিত ভগবানের ভেদভাব থাকে না। পরমাত্মায় একপরতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এজন্য ইহার নাম আত্মৈকপরা ভক্তি ॥ ৪১ ॥

মতান্তরে—

কার্য্যকারণ বিবেক হেতু অন্যে ভক্তিকে উভয়পরা বলেন।৪২।

কোন কোন মহর্ষি কার্য্য-কারণ বিচার করত ভক্তিকে উভয়পরা বলেন। এইমতের আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, শাণ্ডিল্য আদি মহর্ষিগণ। ইঁহারা কার্য্যদশায় যখন ভেদভাব বিদ্যমান থাকে তখন ঐশ্বর্য্যপদা ভক্তি দ্বারা এবং কারণদশায় যখন ভেদভাব বিগলিত হইয়া সচ্চিদানন্দের সহিত একা-

আত্মৈকপরামপরে সমত্বাৎ। ৪১।

উভয়পরামিতরে কার্য্যকারণাভ্যাম্। ৪২।

কারিতা প্রাপ্তি হয় তখন আত্মৈকপরা ভক্তি দ্বারা পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কার্য্য এবং কারণের ভেদ অনুসারে উভয়দশাতেই ইঁহারা আনন্দানুভব করেন বলিয়া এইরূপ রসসাগরে নিমগ্ন পরাভক্তি পরায়ণ ভক্তের ভক্তিকে উভয়পরা বলা হইয়াছে ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহর্ষি অঙ্গিরাকৃত দৈবীমীমাংসা-দর্শন ভাষ্যে
রসপাদ নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দৈবীমীমাংসাদর্শন।

উৎপত্তি পাদ।

শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগই উপাসনাতত্ত্বের প্রাণস্বরূপ, ঈদৃশ অনুরাগ বিষয়ের বিষদিগ্ধতা অবলোকন করত বৈরাগ্যাবলম্বন দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে জন্য সংসারের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের পরিজ্ঞান আবশ্যক, এইহেতু উৎপত্তি পাদ প্রারম্ভ করা হইতেছে—যাহার প্রথম সূত্র এই—

আমি ও আমার এই ভাবের ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। ১।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। আমি এবং আমার শক্তি এইরূপ বিচার করিলে যে প্রকার আমার সহিত আমার শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে সেই প্রকার ব্রহ্ম এবং তচ্ছক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতি উভয়ের অভিন্নতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে যে সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ ক্ষোভ্য এং ক্ষোভক উভয়রূপেই প্রতিভাত হন এবং সঙ্কোচ বিকাশের দ্বারা ব্রহ্ম ও তচ্ছক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতি বা প্রধান উভয় রূপেই বিদ্যমান থাকেন। এই প্রকৃতি কোথাও ইচ্ছারূপে কোথাও মায়ারূপে এবং কোথাও বা শক্তিরূপে কথিতা হইয়া থাকেন। এই শক্তি সদসদাত্মিকা এবং চৈতন্যরূপা; ভগবান্ ইহার দ্বারাই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন*। শক্তিমান্ পরম পুরুষের সহিত শক্তি-

---

ব্রহ্মশক্ত্যোরভেদোঽহং মমেতিবৎ। ১।

* স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তম ॥
সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়া প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥

স্বরূপিণী এই প্রকৃতির কোন ভেদ নাই। যেরূপ অগ্নির মধ্যে দাহিকাশক্তি নিহিত থাকে সেইরূপে ভগবানের মধ্যে শক্তি-রূপিণী প্রকৃতি নিহিত থাকেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে সমষ্টিজীবের প্রারব্ধ অনুসারে ঈশ্বরের মধ্যে যখন সিসৃক্ষা উৎপন্ন হয় তখনই এই শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য ইহা স্মৃতিতে এইরূপ ভাবে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির সময়ে ভগবান্ যোগশক্তির দ্বারা দ্বিধারূপ হইয়া দক্ষিণাংশে পুরুষ এবং বামাংশে প্রকৃতি রূপ হন এবং এই প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টির বিস্তার হইয়া থাকে। পবন ও পবনস্পন্দের ন্যায় এই আদ্যাশক্তি ও তিনি সর্ব্বথা অভিন্ন* ॥ ১॥

ব্রহ্ম ও তচ্ছক্তি সম্ভূতা সৃষ্টির স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

আধ্যাত্মিকী সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। ২।

আধ্যাত্মিক সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত। দৃশ্য এবং অনুভব-গম্য সকল পদার্থই তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই নিয়ম

---

* যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মশ্চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥
তস্য চেচ্ছাহস্ম্যহং দৈত্য সৃজামি সকলং জগৎ।
স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা॥
যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে
শক্তিঃ সদাহদ্যা পরা।
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা
সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা॥
শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং বদন্তি পরমার্থতঃ।
অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥
যথৈকং স্পন্দপবনৌ নাম্না ভিন্নৌ ন সত্তয়া।
তথৈকমাত্মপ্রকৃতী নাম্না ভিন্নে ন সত্তয়া॥

অনাদ্যনন্তাধ্যাত্মিকী সৃষ্টিঃ। ২।

ণের অংশে প্রলয়কর্ত্তাত্মক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক করিতেছেন। এইর কারণ ব্রহ্মে তিন ভাব বিদ্যমান থাকায় [illegible] স্থানের সকল স্থানেই এই তিন ভাব বিদ্যমান আছে। এবং এইজন্য স্মৃতিকার লিখিয়াছেন যে সেই পরম-পুরুষ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তিনরূপেই সাধকের নয়ন গোচর হইয়া থাকেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক রূপ নির্গুণ মায়াতীত পরব্রহ্ম, আধিদৈবিকরূপ সগুণ মায়ী পর-মেশ্বর এবং আধিভৌতিকরূপ অনাদি অনন্ত বিরাট পুরুষ। ভগবানের স্থূলশরীর স্বরূপ এই বিরাট সৃষ্টিই আধ্যাত্মিকী সৃষ্টিরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মায়ার আশ্রয়ে নিজের বীর্য্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিন প্রকার সৃষ্টি করেন*। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিকী সৃষ্টি আদি ও অন্ত বিহীন। বিরাট ব্রহ্মের এই রূপ বুদ্ধির অতীত। দশদিশি ব্যাপ্যমান অনন্ত অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাবুক সাধকের চিত্ত-সিন্ধু এই ব্যাপকতা অনুভব করিয়া উদ্বেলিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। জগজ্জনের প্রাণদাতা সবিতা কত শত শত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু চন্দ্র তারা পুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর এই ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তুলের কেন্দ্ররূপে কোন্ মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভীষণ বেগে সদৈব ঘূর্ণিত হইতেছেন, আবার সেই মহাসূর্য্য এইরূপ শত শত ব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া কোন্ মহামহা-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ভ্রাম্যমান্, এই সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত অনাদি অনন্ত আকাশ সমুদ্রে কত কোটিকোটী ব্রহ্মাণ্ড জল-বুদ্‌বুদের মত শোভায়মান রহিয়াছে, এ সকলের অন্ত

---

* যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ॥
অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু॥

কোথায়, অনন্ত গগনের অনন্ত উদ্যা[illegible]
কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, ঐ
কতকাল হইতে ফুটিতেছে আবার ক[illegible]
ফুটিয়া ফুটিয়া গগনোদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করিবে, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই শ্রুতি* জলদগম্ভীর নিনাদে গাহিয়াছেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এই প্রকার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রজ্বলিত রহিয়াছে। চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, ষন্মুখ ইত্যাদি সহস্রমুখ পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মা নারায়ণের অংশে সৃষ্টি কর্ত্তারূপে, এইরূপে অসংখ্য বিষ্ণু নারায়ণের অংশে স্থিতি কর্ত্তারূপে এবং অসংখ্য রুদ্র নারায়-

* অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি। চতুর্ম্মুখপঞ্চমুখষণ্মুখসপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈঃ রজোগুণপ্রধানৈরেকৈকসৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতি-সংহারকারকৈরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘ মৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবদ্ ভ্রমন্তি।

তেজসা ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আধারঃ সর্ব্ববিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ॥
প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
অদ্যাপি তেষাং সংখ্যাং চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ॥
সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
পাতালব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্॥
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ।
প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্॥
এষাং সংখ্যা ন জানাতি কৃষ্ণোঽন্যস্যাপি কা কথা।
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥
"কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥
অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥"
"ব্রহ্মাণ্ডা ভান্তি দুর্দৃষ্টৈর্ব্যোম্নি কেশোদ্ভবো যথা"

ণের অংশে প্রলয়কর্ত্তা রূপে নিয়ত নিয়তিচক্র পরিভ্রামিত করিতেছেন। এইর রূপে মহাসমুদ্রে অনন্ত মৎস্য বুদ্‌বুদের ন্যায় বিরাটের গর্ভে কোটি ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে। এইরূপে স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে যে বরঞ্চ ধূলিকণার সংখ্যা হইতে পারে তথাপি বিরাটের গর্ভে কত ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার সংখ্যা হইতে পারে না, এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির ও সংখ্যা হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথক পৃথক ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বিদ্যমান আছেন, কিন্তু মহাবিষ্ণু স্বরূপ মহেশ্বর বিরাটপুরুষ অদ্বিতীয়। আকাশে উড্ডীয়মান অনুকণার ন্যায় মহাকাশে এইরূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছে। এইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী আধ্যাত্মিকী সৃষ্টি অনাদ্যনন্ত ॥ ২ ॥

কার্য্যকারণ একরূপ হওয়ায়—

প্রকৃতিও সেই প্রকার ॥ ৩ ॥

আধ্যাত্মিক সৃষ্টি অনাদি অনন্ত হওয়ায় প্রকৃতি ও অনাদি এবং অনন্ত, ব্রহ্মসত্তা অনাদি অনন্ত। প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিনী। এজন্য প্রকৃতির অনাদ্যনন্তত্ব স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক সৃষ্টি অনাদি অনন্ত হওয়ায় যে মহাপ্রকৃতির গর্ভে আধ্যাত্মিকসৃষ্টি বিরাজমান, তিনি অনাদি অনন্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, এই জন্যই শ্রুতি স্মৃতিতে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় যে "প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি" "সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী প্রকৃতিমাতা সকলের আদি এইহেতু শুক্লঅনাদি" "নিত্যা অজা প্রকৃতিমাতা বিকার জননী, লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময়ী এবং অষ্টরূপা ইত্যাদি"*। ইহাই কার্য্যকারণ বিচার অনুসারে প্রকৃতির অনাদি এবং অনন্ত সত্তার প্রমাপক ॥৩॥

প্রকৃতেস্তথাত্বম্। ৩।

* "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্তা হর্ত্তা চ পালক।
"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্"
"বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্"